সোনার মানুষের গল্প শোন

৪

খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

সোনার মানুষের গল্প শোন-১

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

পরিবেশনায়
ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৮১১৪৩১১১, ০১৭১২২৮৭৬৯৫
ইমেল : fahimbookdepell@gmail.com

www.bjilibrary.com

সোনার মানুষের গল্প শোন-১
খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ

প্রকাশক
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
তামান্না বুক কর্ণার
পাইনাদী নতুন মহল্লা
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল
তামান্না বুক কর্ণার কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি-২০১৭

কম্পিউটার কম্পোজ
জবা কম্পিউটার
বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ কামরুল ইসলাম

বিনিময় মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

ISNB :

www.bjilibrary.com

লেখকের কথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর চার খলিফার শাসনামল খোলাফায়ে রাশেদা ছিল মানব জাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সময়-একটি সোনালী যুগ। তাঁদের পরেও ইসলামের আদর্শে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে চলতে পারে এবং তা যে মানব জাতির জন্যে কত কল্যাণ ও মঙ্গলজনক হতে পারে তারই এক উজ্জ্বল নমুনা ছিল ওমর ইবনে আবদুল আজিজের (রাহঃ) শাসনকাল।

কিশোর ও তরুণদের মাঝে সহজ সরল ভাষায় এই মহান নেতার জীবন তুলে ধরার জন্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ বই পড়ে যদি কিশোর ও তরুণরা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাহঃ) সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাঁর মত বিপ্লবী নেতা হওয়ার সামান্যতম প্রেরণাও লাভ করে, তা'হলেই আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

এ বই দিক সকলকে সুস্থ অনুপ্রেরণা। মানব জাতির আবার জেগে ওঠুক ওমরের মত (রাহঃ) নেতার নেতৃত্বে।

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের সমাজ জীবনে আজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাছাড়া সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের নিকৃষ্ট চিন্তাধারার কারণে দেশে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের তাণ্ডব লীলা চলছে। যুব সমাজ আদর্শহীন নেতৃত্বের কারণে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের শিকার হয়ে পড়েছে। কিশোর তরুণরা দিশাহারা। তারা উত্তম পথের সন্ধান পাচ্ছে না। তাদের সামনে সোনার মানুষদের জীবন কথা তুলে ধরা এ আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ। তাতে রয়েছে হরেক রকম নসীহত ও নানা ধরনের কল্যাণমূলক কথা। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা একজন নয়-দু'জন নয় শত সহস্র সোনার মানুষ উপহার দিয়েছে। এমনই এক সোনার মানুষ **"হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ"** প্রখ্যাত লেখক জনাব নূর মোহাম্মদ মল্লিক কিশোর তরুণদের উপযোগিত ভাষায় এ বইটি রচনা করে সে পথের অনুসরণ করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমরা আশা করি এ বই কিশোর তরুণসহ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য দেবে পথের দিশা। এ থেকে বর্তমান প্রজন্ম অনুপ্রেরণা পেলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। ভুলক্রুটি থাকা বিচিত্র নয়, যদি তেমন কারো দৃষ্টিগোচর হয় জানালে পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

—প্রকাশক

www.bjilibrary.com

উৎসর্গ

সেই সকল ছোট্ট মণিদের
হাতে–
যারা জীবনকে
গড়তে চায়
ফুলের সৌরভে।

www.bjlibrary.com

www.bjilibrary.com

রাজপুত্র-সোনার ছেলে

রূপালী নদীটা সেখানে পাহাড়ের কূল ঘেঁষে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেছে। মরু বালু যেখানে বেশি ভীড়জমাতে সাহস করে না। সেই দেশের কথা বলছি। গম-যবের ক্ষেত্রে হাওয়া তিল তিল করে বয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে পানি টানতে টানতে চাষীদের কোমর বাঁকা হয়ে পড়েছে। পাশে উটগুলো ধুঁকছে। এত কষ্টের ফসলগুলোকে জালেম রাজা জোর করে কেটে নেয়। রাজার ভাষায় যারা কথা বলতে পারে না তাদের কোন দামই যেন নেই। চাকর-বাকর মজুদেরকে তো মানুষই গণ্য করা হয় না। জনগণের টাকা দিয়ে রাজা আর তার বন্ধু-বান্ধব ও বংশের লোক ভাল ভাল দালান কোঠায় থাকে, ভালো কাপড় পরে আর দামী দামী মজার মজার খাবার খায়। দেশের বাকী লোক কেউ ঠিকমত খেতে পায় না। ক্ষুধার জ্বালায় ছোটরা কাঁদে বড়রা হা-হুতাশ করে। বাপ-দাদার কাছে সেই মহান খলিফাদের আমলের কিস্‌সা শুনে চোখের পানি ফেলে। আর ভাবে তেমন একজন দয়ালু ভাল লোক কি আর একবার আসবেন না। সকলেই ভাবে। আহা যদি আর একজন কেউ গরীবের বন্ধু ওমরের মত লোক আসতেন কতই না ভালো হত! এত লোক পাঁচ বার দশ বার হাজার বার আল্লাহর দরবারে যখন আবেদন নিবেদন করে তখন আল্লাহও ইচ্ছে করলেন একজন ভাল লোক এবার খলিফা হবে। যে নিজে না খেয়েও দুঃখী মানুষকে খাওয়াবে।

সাধারণ মানুষ যেমন খায়, যেমন পরে, যেমনভাবে থাকে তেমনই থাকা তিনি পছন্দ করবেন। তেমনভাবে চলে ইনসাফ কায়েম করবেন।

www.bjilibrary.com

সেই হযরত ওমরের বংশেই এল এক নবজাতক। বাবা আবদুল আজিজ ছেলের নাম রাখলেন ওমর। কিছুদিন পর গেলেন মদীনায়। আর তখন মদীনায় বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোক রয়েছেন। বাবা ও মা ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। বাবা ভাবেন ছেলে অনেক বড় রাজা হবে, মা ভাবেন ছেলে অনেক বড় জ্ঞানী হবে। ওমরের এক নানা ছিলেন। নাম আবদুল্লাহ। তিনি অনেক বড় জ্ঞানী লোক ছিলেন। নানা বললেন, নাতী আমার কাছে থাকুক। মা ছেলেকে নানা আবদুল্লাহর কাছে রেখে মিসর চলে গেলেন। ছেলে জ্ঞানী-গুণীদের ভেতর থেকে বড় হতে লাগলেন।

উবায়দুল্লাহ ইবনে উত্‌বার কাছে তিনি হাদীস শিখলেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি তিনি খুব ভালো করে শিখলেন। বাবা এত বড় রাজা। ছেলের জন্য অনেক লোকজন, ভালো ভালো কাপড়-চোপড় আর থাকার জায়গার ব্যবস্থা করছেন কিন্তু ওমর নিজের জন্যে ভাবেন না। শুধু অপরের জন্যে ভাবেন। অথচ রাজপুত্র বা ধনীর ছেলেরা আরামে বা সুখে দিন কাটায় বলে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারে না। কিন্তু ওমর তাদের মত ছিলেন না। সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি খুব ভাবতেন। তাঁর মনে হত– আহা যদি সব জুলুম বন্ধ হত! আল্লাহর সব বান্দাই আরামে থাকতে পারত তবে কতই না ভালো হত! ভালো চিন্তা করলে আল্লাহ তা ব্যর্থ হতে দেন না। তার ফল দেন। এদিকে বাবা আবদুল আজিজের সময় হয়ে এসেছিল। একদিন তিনি ইন্তেকাল করলেন। চাচা আবদুল মালেক তখন বিরাট সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি ভাইপো ওমরকে আদর করে কাছে নিয়ে এলেন। নিজে জুলুম করলেও সৎ ও ভালো ছেলে হওয়ায় ওমরকে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসতেন।

===০===

www.bjilibrary.com

রাজকন্যা ও রাজত্ব লাভ

সম্রাট আবদুল মালেক তাঁর আদরের রাজকন্যা পরমা সুন্দরী ফাতেমার সাথে ওমরের বিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর সম্রাট আবদুল মালেকের মৃত্যু হল। তাঁর ছেলে ওয়ালীদ সম্রাট হলেন। তিনিও ওমরের সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে পছন্দ করতেন। তাঁকে হেজাজের গভর্ণর করে ওমরকে পাঠান হল। তিনি গভর্ণর হবার আগে থেকেই বিরাট ধন সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু টাকা-পয়সা বেশি হলেও হারাম জিনিস খেতেন না বা কোন অন্যায় কাজ করতেন না।

ওমর প্রথমে খুবই সৌখিন ছিলেন। দামী-দামী কাপড় পরতেন। আর এত দামী সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে পথের লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার সুবাস পেত।

ওয়ালিদ যখন গভর্ণর হিসেবে ওমরকে মনোনয়ন দিলেন তখন কিন্তু ওমর তাতে খুশী হলেন না। একজন বিজ্ঞ লোক হিসেবে তিনি জানতেন জনগণের নেতাকে আল্লাহর কাছে কত কঠিন হিসাব দিতে হবে। আর এসব জালেম সম্রাটের অধীনে শাসক হলে হয়তো জনতার ওপর জুলুম করতে হতে পারে। ওমর সেটা কখনও বরদাতশত করতে পারবেন না। কেননা জালেমকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।

এদিকে সম্রাট ওমরকে কর্মস্থলে যেতে দেরী করতে দেখে অবাক হলেন। গভর্ণর পদ পেলে লোকে কত খুশি হয়। অথচ ওমর কেন খুশি হচ্ছে না! সম্রাট ওয়ালিদ তখন প্রধান উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! ওমর নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করছে না কেন?

www.bjilibrary.com

প্রধান উজির ঃ তিনি দাযিত্ব পালনের আগে কিছু শর্ত পেশ করেছেন।

সম্রাট ওমরকে ডেকে আনতে বললেন। ওমর সম্রাটের কাছে এলেন। সম্রাট ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কিছু শর্তের কথা বলেছেন। সেগুলো কি কি?

ওমর ঃ আমার আগের গভর্ণরগণ অনেক জুলুম করে জনগণের টাকা দিয়ে কোষাগার ভরেছেন। আমি কারও ওপর জুলুম করতে পারব না।

সম্রাট ঃ ঠিক আছে আপনার শর্ত আমি মেনে নিলাম। আপনি যদি কোন টাকা-পয়সা কেন্দ্রে পাঠাতে না পারেন তাতেও আপত্তি নেই।

ওমর এবার খুশী মনে হেজাজের রাজধানী মদীনায় এলেন। মদীনায় এসে তিনি শহরের দশজন মহৎ লোককে একত্রিত করে একটা কমিটি গঠন করলেন। এদের কাজ হবে ওমরের অধীনস্ত কর্মচারীরা কেউ জুলুম করলে সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর দিয়ে ইনসাফ কায়েমে সাহায্য করা।

ওমর প্রধান বিচারপতি পদে কাকে নিযুক্ত করবেন চিন্তা করতে লাগলেন। মদীনার সেরা লোক ছিলেন আবু বকর ইবনে হাযম। তাঁকেই প্রধান বিচারপতি বানালেন। অন্যান্য বিচারকদেরও যোগ্যতা দেখে নিয়োগ করলেন।

তাঁর রাজ্যে সব জুলুম বন্ধ হল। ঘরে ঘরে শান্তি এল। পাড়ায় পাড়ায় পবিত্রতার হাওয়া বইতে লাগল। আকাশে বাতাসে যেন সুবাস ছড়িয়ে পড়ল।

ট্যাক্স আদায় করার জন্য আগে সরকারী তহসীলদার আর তার কর্মচারীরা মানুষের ওপর খুব জুলুম করত। ওমর সব রকম বাড়াবাড়ি বন্ধ করে দিলেন।

সায়িদ বিন মুসায়্যাব নামে মদীনায় এক বড় পণ্ডিত লোক ছিলেন সেকালে। যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে সেরা তেমন চরিত্রে মহান।

www.bjilibrary.com

তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। রাজা বাদশাহদের জুলুম সম্পর্কে তিনি সব সময় তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তাঁর অপূর্ব সুন্দরী ও আল্লাহভীরু এক কন্যা ছিল। সম্রাট সেই মেয়েকে নিজের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সায়ীদ এটা পছন্দ করতেন না যে, যারা জনগণের সম্পদ লুটপাট করে খায় তাদের ঘরে মেয়েকে বিয়ে দেবেন তিনি। কাজেই সাদাসিধে ভাবে এক দরিদ্র লোকের সাথেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। সম্রাট খবর পেয়ে দারুণ রেগে গেলেন। সম্রাটের হুকুমে সায়ীদ ইবনে মুসায়্যাবকে খুব বেত মারা হল।

তখন সম্রাটের সম্মানে ওঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর একটা প্রথা ছিল। কিন্তু এই বিপ্লবী পুরুষ সেসব প্রথার তোয়াক্কা করতেন না। কেননা জালেমদের তিনি কখনও সম্মান করতেন না।

একবার ওমর কোন কাজে সায়ীদ ইবনে মুসায়্যাবের সাথে কথা বলতে চাইলেন। তিনি নিজেই দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু যাকে তিনি সায়ীদের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন সে ভুল করে বলে ফেলল ঃ গভর্ণর ওমর আপনাকে ডেকেছেন। অথচ সায়ীদ কোন রাজা বাদশাহ ডাকলে কখনো যেতেন না। কিন্তু ওমরের মত ন্যায়পরায়ণ শাসকের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর কাছে গেলেন।

ওমর তাঁর শাসনকালে তাঁর এলাকায় সম্রাটের কোন নির্যাতনমূলক আইনজারী করতে দেননি। ওয়ালিদ দশ বছর সম্রাট ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে তার ভাই সুলাইমান সম্রাট হন। সুলাইমান মাত্র ৩ বছর রাজত্ব করেন। একবার সম্রাট সুলাইমান মক্কায় এলেন। ওমরও তাঁর সাথে আছেন। সম্রাট বাহনে ঘুমিয়ে ছিলেন। চলার পথে গোলমালের শব্দ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠলেন। সংবাদ নিয়ে জানলেন ওখানে কুষ্ঠরোগীদের কেন্দ্র। রেগে গিয়ে তিনি নির্দেশ

www.bjilibrary.com

দিলেন বস্তি জ্বালিয়ে দিতে। সম্রাটের লোকেরা সংগে সংগে বস্তি জ্বালাতে গেল। কিন্তু ওমর বাধা দিলেন। তিনি সম্রাটকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর হুকুম প্রত্যাহার করালেন।

ওমর মানুষের দুঃখ-কষ্ট মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। সে জন্য তিনি যখন দেখলেন মানুষ পানির কষ্টে আছে, তখন তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেক পানির কূপ খনন করে দিলেন। হেজাজের বিভিন্ন রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করে দিলেন। ফলে লোকজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে আগের মত অসুবিধার সম্মুখীন হতো না।

সকল গরীব দুঃখীর বন্ধু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এই নবীর শহর মদীনার মসজিদে নববী তখন প্রায় শত বছরের জীর্ণতা নিয়ে মলিন বেশে দাঁড়িয়েছিল। এই সেই মসজিদ যেখানে থেকে বিশ্বনবী সারা জাহানের মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। মসজিদ পুনঃ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা এলেন। আর এল সব দামী দামী পাথর-মর্মর, রুখাম। অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে এই পুনঃ নির্মাণের কাজ দেখতে লাগল। সে এক মহা হৈ চৈ ব্যাপার। দেখার মত জিনিস। ৮০ ইঞ্জিনিয়ার অসংখ্য লোক নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর ধরে মসজিদ বানালেন। গভর্ণর ওমর মজুরদের মতই পাথরও অন্যান্য জিনিস ধুয়ে এই মসজিদ তৈরীতে শরীক হয়েছিলেন।

ওমর ছয় বছর হেজাজের গভর্ণর ছিলেন। আর এই সময়ে তাঁর এলাকায় লোকজন সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল। সরকারী কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল।

===০===

www.bjilibrary.com

রাজধানীতে আগমন

সম্রাট ওয়ালিদ একবার এক বিখ্যাত লোকের ওপর অত্যাচার করলেন। লোকটি বেতের আঘাতে মারা গেলেন। ওমর তাঁর এলাকায় এ রকম ঘটনায় খুব দুঃখ পেলেন। তিনি খুব কাঁদলেন। শেষে গভর্ণরের পদে ইস্তফা দিলেন।

মদীনা থেকে রাজধানী দামেস্কে তিনি রাতের বেলা রওয়ানা হলেন। মদীনা তথা হেজাজের ঘরে ঘরে আবার যেন রাতের আঁধার ছেয়ে গেল। বিদায় বেলায় তখনকার বিশ্ব বিখ্যাত নির্ভিক জ্ঞানী সাধক সায়ীদ ইবনে মুসায়্যিবও খুব কাঁদলেন। তাঁর জন্য দোয়া করলেন। নেমে এল আবার জুলুমের শাসন।

ওমর রাজধানী দামেস্কে ফিরে এলেন। সম্রাট ওয়ালিদ ওমরকে সৎ ও ভালো লোক হিসেবে সমাদর করতেন। কোন সমস্যায় পড়লে ওমরের ডাক পড়ে। একবার সম্রাট ওমরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি কেউ সম্রাটকে গালি দেয় তবে তার শাস্তি কি হওয়া দরকার? তাকে কি হত্যা করা যাবে?

ওমর ঃ সে যদি কাউকে হত্যা না করে তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। আপনাকে গালি দিলে বিনিময়ে তাকেও গালি দিন।

এই ইনসাফপূর্ণ কথা শুনেও সম্রাট অসন্তুষ্ট হলেন। ওমর সত্য কথা বলতে কারও খাতির করতেন না। কোন জটিল বিষয় সামনে এলে সম্রাট ওয়ালিদ সেবকদের হুকুম দিতেন, যাও সেই সৎলোকটিকে ডেকে আন। সকলে তাঁকে সৎ লোক হিসেবে জানতেন। ওমর কিন্তু পরামর্শ দেবার বেলায় সম্রাট খুশী হবেন, না নারাজ হবেন তা দেখতেন না। আল্লাহ্‌র হুকুমই শুধু খেয়াল রাখতেন।

www.bjilibrary.com

একবার সম্রাট সুলাইমান ওমরকে সাথে নিয়ে এক সফরে গেলেন। তাঁদের সাথে সামরিক বাহিনীর কিছু লোকও ছিল। তাঁরা গান গাচ্ছিল। সম্রাট এতে খুব রাগান্বিত হলেন। হুকুম দিলেন ওদের লজ্জাস্থান কেটে দিতে। ওমর মানুষের বন্ধু। তিনি সাথে থাকতে এ রকম অন্যায় হতে দিতে পারেন না। তাই তিনি প্রতিবাদ করে বললেন ঃ আপনার নির্দেশ শরিয়ত মত নয়। সম্রাট শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা মেনে নিলেন।

সম্রাটের কাছে সেবার অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। এত লোক কেন এখানে এল সম্রাট ওমরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। ওমর জবাব দিলেন ঃ আপনার কাছে ওরা আপনার বিরুদ্ধেই কোন অভিযোগ করতে এসেছে। সম্রাট এক লাখ টাকার তোড়া ওমরের হাতে দিয়ে বললেন ঃ যাও ওদেরকে দিয়ে বিদায় কর। ওমর বললেন ঃ এ থেকে ভাল হবে যদি আপনি তাদের অভিযোগ শুনে সেমত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সম্রাট তাই করলেন। লোকেরা খুশী হয়ে চলে গেলেন।

www.bjilibrary.com

সোনালী ভোরের সূচনা

সম্রাট সুলাইমানের প্রধানমন্ত্রী রেজা বিন হায়াত একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। সম্রাট যখন মরন সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তখন তিনি পরামর্শ দিলেন, তাঁর পরে সম্রাট হিসেবে ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে মনোনীত করতে। কেননা সুলাইমানের বড় ছেলে আগেই মারা গেছেন। আর যারা আছেন তারা কম বয়সী। সুতরাং ওমর ইবনে আবদুল আজিজই খলিফা হবার উপযুক্ত। কিন্তু সম্রাট ইতস্তত করছিলেন। কেননা তাঁর ইচ্ছে তাঁর পরে সিংহাসনে তাঁর ছেলেরা বসবে। প্রধানমন্ত্রী রেজা অনেক বুঝালেন। শেষে ঠিক হল, প্রথমে ওমর সিংহাসনে বসবেন, এরপর সোলাইমানের ছেলে ইয়াজিদ সম্রাট হবেন। এই ভাবে সম্রাট ওসিয়তনামা লিখে দিলেন। এরপর তাঁর মৃত্যু হল।

এদিকে ওমর কানাঘুষা শুনছিলেন যে হয়তো তাঁকেই সম্রাট হতে হবে। সম্রাট হলে জনগণের জানমালের দিক ঠিকমত খেয়াল রেখে চলতে হবে, আবার আল্লাহর কাছে জবাবও দিতে হবে–এসব ভেবে তিনি কিন্তু চাচ্ছিলেন না এতবড় দায়িত্ব নিতে। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে অনুরোধও করলেন যেন তাঁকে মনোনয়ন না দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীও খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি নানারকম কথা দিয়ে বুঝিয়ে ওমরকে বিদায় করে দিলেন। ওমর মনে মনে মোটেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি আর কি করবেন? এদিকে প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলছেন না। শেষে সম্রাট সোলাইমানের মৃত্যুর পরে তাঁর উইলে কি লেখা আছে সেটা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে পড়ল।

www.bjilibrary.com

সম্রাট জীবিত থাকতেই উইলটা লিখে সিলমোহর করে তাঁর বাড়ির লোকজনদের সেটা মেনে চলার ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সম্রাটের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী উইল মত কাজ করার আগে প্রধান প্রধান সকল লোকের কাছ থেকে দ্বিতীয় বার ওয়াদা গ্রহণ করলেন যে উইলে যার নাম আছে তাকেই মেনে নিতে হবে সম্রাট হিসেবে। সকলেই সেটা স্বীকার করে নিলেন।

যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নাম ঘোষণা করা হল তখন সকলেই তাঁর হাতে বয়াত করলেন। সুলাইমানের কাফন দাফনের ব্যবস্থা হল। ওমর জানাজার নামায পড়ালেন।

ওমর জনগণকে ডেকে বললেন ঃ আমি আপনাদের খলিফা হতে ইচ্ছুক নই। আপনারা যাকে ইচ্ছে খলিফা করতে পারেন। জনগণ তাঁকেই নির্বাচিত করল। এবার আর তিনি কি করবেন? বাধ্য হয়ে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এরপরে রাতের শেষে দিন এল। সোলায়মানের পরিবারের লোকজন সব জিনিসপত্রের দুটো ভাগ করে খলিফা ওমরকে বলল, ব্যবহৃতগুলো আমাদের আর অব্যবহৃতগুলো আপনার।'

খলিফা শুনে বললেন, এসব জিনিস তোমাদেরও নয় আমারও নয়। এসব জনগণের।' খলিফা তাঁর সহচর মুজাহিদকে বললেন, এ সবকিছু সরকারী কোষাগারে জমা করে দাও।' তাই করা হল।

তখনকার দিনে মানুষকে জোর করে ধরে দাস বা দাসী করা হত। এরকম কিছু বাঁদী আগের সম্রাটের ছিল। খলিফা ওমর মানুষের এ অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, এদের ঠিকানামত পাঠিয়ে দাও।' যেসব মন্ত্রী ও রাজপরিবারের লোকেরা জুলুম করছিল তারা এসব দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল।

www.bjilibrary.com

তখনও ফজরের নামাজ শুরু হয়নি। সুবেহ সাদিক। রাত শেষ। দিনের আগমন হবে। এমন সময় সরকারী ঘোষণা শোনা যেতে লাগল। এতভোরে কিসের আওয়াজ? নতুন খলিফার কোন নতুন হুকুম বোধ হয়। লোকেরা সব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে লাগল। নকীব আওয়াজ দিচ্ছে। আগের সম্রাটরা যাদের ওপর অত্যাচার করেছে তারা যেন খলিফা ওমরের কাছে সেটা জানিয়ে দেয়। ফজরের নামাজ শেষ হল। খলিফা অপেক্ষা করছেন জনগণের কথা শুনবার জন্য। সবার আগে এল একজন অমুসলমান। সে নালিশ করল আব্বাস নামের একলোক তার জমি অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। সে বিচার চায়। আব্বাস খলিফাকে বলল ঃ আগের সম্রাট ওয়ালিদ আমাকে দানপত্র করে এই সম্পত্তি দিয়েছেন। খলিফা অন্যায় দানপত্র মানলেন না। তিনি সেই অমুসলমানের সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে তাকেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন।

এর আগের রাতে খলিফা তাঁর দাসদাসীদের ডেকে বললেন ঃ দেখ আমি জনগণের খলিফা হয়েছি। এখন আমার দায়িত্ব অনেক বেশি। সুতরাং তোমাদের প্রতি খেয়াল রাখার কোন সুযোগ পাব না। তোমরা ইচ্ছে করলে থাকতেও পার আর চলেও যেতে পার।

খলিফা হবার পর তিনি রাষ্ট্রের সাধারণ প্রজার মত কাপড় পরা শুরু করলেন। আর সাধারণ লোক যা খায় সে রকম খাবার খাওয়া আরম্ভ করলেন।

যোহরের নামাজের সময় তখনও হয়নি। খলিফা লোকদের মসজিদে জমা করলেন। এরপর আগের সম্রাটরা তাঁকে যত সম্পত্তি দান করেছিলেন সব গুলোর দলিল তিনি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললেন। যাদের সম্পত্তি তাদের ফেরত দিলেন।

www.bjilibrary.com

ওমরের প্রধান সহচর মুজাহিদ খলিফাকে জিজ্ঞেস করলেন এ ভাবে সব সম্পত্তি দিয়ে দিলে আপনার সন্তানদের কিভাবে চলবে? খলিফা জওয়াব দিলেন, এসব সম্পত্তি অন্যায় ভাবে জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে আমাকে দেয়া হয়েছিল। আমি এর হকদার নই। এখন হকদারদের ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার সন্ত ানদের জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন। মুজাহিদ একথাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ওমরের ছেলেদের গিয়ে বললেনঃ সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের আব্বা তাঁর সম্পত্তি সব আগের মালিকদের ফেরত দিচ্ছেন। এ কথা শুনে ছেলেরা কিন্তু একটুও ঘাবড়ালেন না। তারাও ওমরের ছেলে। তারা বরং আব্বার কাছে গিয়ে বললেন ঃ আব্বাজান আপনি যা করতে চাচ্ছেন তা শীগগীর করুন। আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না। ছেলেদের কথা শুনে বাপের মন খুশীতে ভরে গেল। তিনি খুশী মনে নিজের ছেলেদের মাথায় চুমো খেলেন আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। কেননা আল্লাহ মেহেরবানি করে এমন ভালো ভালো ছেলে তাঁকে দান করেছেন।

খলিফার স্ত্রী ফাতেমা ছিলেন সম্রাটের কন্যা। তাঁর দাদা, ভাই, স্বামী সকলেই সম্রাট। কিন্তু তাঁর মনে কোন অহঙ্কার ছিল না। তাঁর পিতা মেয়েকে একটা দামী মতি উপহার দিয়েছিলেন। হযরত ওমর স্ত্রীকে বললেন ঃ দেখ তুমি দুটো জিনিসের একটা গ্রহণ করতে পার-এক হল মতিটা তুমি জনগণের জন্য রাষ্ট্রের কোষাগারে দিয়ে আমার সাথে থাকতে পার। আর না হয় মতিটা রেখে আমাকে ত্যাগ করতে পার। কেননা আমি এটা চাই না যে জনগণের সম্পদ মোতিটা তোমার কাছে থাকবে আর তুমিও আমার সাথে থাকবে। এটা হয় না। ফাতেমা জওয়াব দিলেন ঃ মোতি দিয়ে আমার কোন দরকার নেই। ওরকম হাজার মতির বদলায়ও আপনাকে আমি ছাড়বো না।

www.bjilibrary.com

ফাদাকের একটা বাগান ওমর আগের সম্রাটের কাছ থেকে দান হিসেবে পেয়েছিলেন। সেটাও তিনি ফিরিয়ে দিলেন। সেই বাগানের আয় আল্লাহর নবী যে ভাবে করতেন সে ভাবে ব্যয় করার নির্দেশ দিলেন।

ওমর তাঁর স্ত্রীর মূল্যবান গহনাগাটি ও কাপড় চোপড় রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিলেন। খলিফা হবার আগে তাঁর বছরে আয় হত চল্লিশ হাজার দীনার। সব কিছু ফিরিয়ে দেবার পর আয় কমে হল দু'শত দীনার।

www.bjilibrary.com

খলিফা হবার পরে

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সোলায়মানের দাফন-কাফন শেষ। নতুন খলিফা রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এখনও একদিন পুরা হয়নি এমন সময় তিনি কাগজ কলম চাইলেন। লোকেরা ভাবছিল– খলিফা হবার পর তিনি আজকের মত প্রাসাদে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু গোরস্থান থেকে না বেরিয়ে এখান থেকেই কাজ শুরু হবে এটা অনেকে ভাবতেই পারেনি। ওমর রাজধানী দামেস্কে বহুদিন ধরে আছেন। পূর্ববর্তী সম্রাট সোলায়মান অনেক অন্যায় কাজ করেছেন। যেগুলোর বিরুদ্ধে ওমর কথা বলেছেন। কিন্তু সোলায়মান মানেননি। এবার ওমরের হাতে ক্ষমতা আসতেই তিনি নিজের আরাম আয়েশের কথা ভুলে গিয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে মনোযোগী হলেন।

সম্রাট সোলায়মান তার ভাই মুসলিমাকে একদল সৈন্যসহ কনস্টান্টিনোপল পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যতদিন বিজয় না হবে-ততদিন ফিরতে পারবে না। সেনাপতি কনস্টান্টিনোপলের কাছে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন চেষ্টার পরও বিজয় লাভ সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে শত্রুরা মুসলমানদের সব খাদ্য ভাণ্ডার নষ্ট করে দিল। তখন বাহনের পশু ও গাছের পাতা ও ঘাস খেয়ে তাদের কাটাতে হল। সম্রাট সোলায়মান মুসলমানদের ফিরতেও হুকুম দিলেন না। ফলে অযথা মুসলমানদের কষ্ট হচ্ছিল। সেজন্য ওমর প্রথম নির্দেশ লিখলেন ঃ অবিলম্বে মুসলিমা যেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

www.bjilibrary.com

ওমর মানুষের দুঃখে এমন কষ্ট পেতেন যেমন মানুষ নিজের দুঃখে পেয়ে থাকে। এ জন্যই তিনি ক্ষমতা হাতে পেয়ে আর এক মিনিটও দেরী করেননি সংগে সংগে পদক্ষেপ নিয়েছেন। এরপর তিনি পত্র দিলেন মিসরের গভর্ণরকে। মিসরে রেভিনিউ সেক্রেটারী ছিল উসামা আততানূহী নামের এক লোক। সে সামান্য কারণে মানুষের হাত কেটে শাস্তি দিত। মানুষের ওপর বড়ই জুলূম করতো। এজন্য ওমর উসামাকে পদচ্যুত করে তাকে বন্দী করতে বললেন।

তৃতীয় পত্রে তিনি আফ্রিকার গভর্ণর ইয়াযিদ ইবনে আবু মুসলিমকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিলেন। এই লোকও বড় অত্যাচারী ছিল। সে খামাখা মানুষকে শাস্তি দিত। মানুষকে কষ্ট দিয়ে ইয়াযিদ খুব আনন্দ পেত।

এই তিনটি পত্র লেখা শেষ হল। ওমর কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই দেখলেন রাজকীয় সৈন্যরা তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কি জন্য দাঁড়িয়ে আছে?' জওয়াব এল নব নির্বাচিত খলিফার জন্য।'

খলিফা সব সৈন্যদের ফেরত পাঠালেন। খুব ভাল সুসজ্জিত ঘোড়া তাঁর আরোহণের জন্য দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি তা জনগণের সম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পাঠিয়ে দিলেন। আর ওঠলেন গাধার পিঠে।

নতুন খলিফার জন্য নতুন তাঁবু ও শামিয়ানা টাঙান হয়েছে। সকলে খলিফার আগমনের প্রতীক্ষা করছে। খলিফা এলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য তিনি সেগুলোতে গেলেন না। বরং বললেন এসব জনগণের সম্পত্তি। সব সরকারী কোষাগারে জমা করে দাও। কর্মচারীরা আর কি করবে! তারা তাই করল।

www.bjilibrary.com

এরপর খলিফা, দরবারে বসবার জন্য এসে দেখলেন– একদম আনকোরা নতুন গালিচা তাঁর জন্য বিছানো রয়েছে। তিনি সেগুলো ওঠিয়ে একটা খালি চাটাই পেতে বসলেন।

খলিফা তাঁর বডিগার্ড নগর রক্ষী প্রধানকে বিদায় দিলেন। বললেন, 'আমি্ কেজন সাধারণ মুসলমান-সাধারণ মানুষ। আমার সাথে তোমার থাকার কোন দরকার নেই। আমার কাছ থেকে চলে যাও।' খলিফা বডিগার্ড ছাড়াই চললেন। আর সাধারণ লোকজনও সাথে সাথে চললেন। মসজিদের মিম্বরে বসে সমবেত জনতাকে তিনি বললেন– 'আমি যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম মত চলবো আপনারা আমাকে মেনে চলবেন। আর যদি আমি আল্লাহর আইন অমান্য করি তখন আপনারা আমার কথা মানবেন না। আর মনে রাখবেন আমি আপনাদের থেকে ভালো নই। আপনাদের মতই আমি একজন মানুষ। তবে আল্লাহ পাক আপনাদের থেকে আমাকে বেশি দায়িত্ব দিয়েছেন।"

খলিফার দরবার। মহামান্য খলিফার সম্মানে লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। খলিফা কিন্তু এসব মোটেই পছন্দ করেন না। কেননা তিনি একজন মুসলমান। মুসলমান নিজেকে কখনও আল্লাহর আসনে বসায় না। সব মানুষই সমান। এই সাম্য ইসলামই মানুষকে শিখিয়েছে। তাই খলিফা ওমর বললেন– 'আপনারা যদি আমার সম্মানে দাঁড়ান তবে আমিও আপনাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো। যদি আপনারা বসেন তখন আমিও বসব। মানুষ শুধু আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।"

খলিফার দরবারে সকলেই আসতে পারে। প্রথম দিনেই এক লোক এল। তার মনে অনেক ব্যথা। অনেক দুঃখে তার বুক ভরে আছে। সে এসে বলল তার দুঃখের কথাও। ওমর ইবনে আবদুল

www.bjilibrary.com

আজিজ তার কথা শুনা মাত্র কেঁধে অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের পানিতে হাতের লাঠিটাও ভিজে গেল। সব কথা বলা শেষ হল। ওমর লোকটিকে নিজের তহবিল তেকে দুইশত দীনার (সোনার টাকা) আর সরকারী কোষাগার থেকে তিনশত দীনার দান করলেন। আর প্রত্যেক মাসে ১০ দীনার করে ভাতা মঞ্জুর করলেন।

এভাবে রাজকার্য শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ওমর অনেক রাত করে ঘরে ফিরলেন।

www.bjilibrary.com

কথা ও কাজে অপূর্ব মিল

রাজা বাদশাহ হলে মানুষ ভাবে গোটা দেশটাই তার। সব কিছু যেমন ইচ্ছে তেমনিভাবে বোধ হয় তিনি ব্যবহার করতে পারেন। ইসলামে কিন্তু এসব রাজা বাদশাহ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই দুনিয়ার বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ। রাষ্ট্রপ্রধান হল দুনিয়াতে সেই আল্লাহর প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিকেই বলা হয় খলিফা। সেজন্য খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আল্লাহর খলিফা হিসেবেই মুসলিম সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি নিজে যা বলতেন তাই করতেন। তাঁর অধীন শাসকদের তিনি আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে বলতেন। নিজেও কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতেন।

তাই তিনি খলিফা হয়ে নিজের সব সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করলেন। হিসাব শেষে দেখলেন তার কাছে অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার দীনার জমা আছে। তিনি সেটাও আল্লাহর পথে দান করলেন। এরপর সাধারণ লোকের মত কায়ক্লেশে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

বায়তুল মাল থেকে তিনি কিছুই নিতেন না। এমনকি প্রয়োজন হলেও নিতেন না। একবার তাঁর খুব আঙ্গুর খাবার সাধ হলো। অনেক দিন ধরে আঙ্গুর খাওয়া হয়নি। অথচ তিনি খলিফা হওয়ার আগে কত রকমের আঙ্গুর না খেয়েচেন। আর খলিফা হবার পর তিনি গরীব দুঃখীর মত কষ্টের জীবন কাটাচ্ছেন। স্ত্রী ফাতেমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি ঃ 'তোমার কাছে কী একটা দেরহম আছে? আমি আঙ্গুর কিনে খাব।' তাঁর স্ত্রী তো

www.bjilibrary.com

অবাক। তিনি বললেন ঃ 'আপনি এত বিরাট সাম্রাজ্যের খলিফা। আপনি যে কোন জিনিসের ইশারা করলেই ত' কতলোক সেসব আনতে জান পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।' হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ শুনে বললেন, "জনগণের আমানত হল বায়তুলমাল। এর অর্থ আমি আমার দরকারে ব্যয় করলে পরকালে আমাকে জাহান্নামের বেড়ী পরান হবে। এজন্য আমি নিজের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের কোন সম্পদ খরচ করতে চাই না।"

অনেক সময় প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ছট ফট করেছেন। অথচ নিকটেই বায়তুলমালে অজস্র খাদ্য মজুদ আছে। কিন্তু তা থেকে কোন কিছু খাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। একদিন ঘরে ফিরে স্ত্রীকে কিছু খাবার দিতে বললেন। ঘরে ক'টা খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত ওমর তাই খেয়ে পানি পান করলেন। এরপর আল্লাহ্‌র শুকর আদায় করলেন।

একবার এক কর্মচারী জুমার সময় খলিফার ঘরে আসল। খলিফার স্ত্রী তাকে পেঁয়াজ ও রুটি খেতে দিলেন। কর্মচারীটি আপত্তি করে বললঃ প্রত্যেকদিন পেঁয়াজ আর ভাল লাগে না। ফাতেমা বললেনঃ বাছা, এ খাবারই ত খলিফা প্রত্যেক দিন খাচ্ছেন।

সরকারী ডাকযোগে কেউ যদি কিছু তাঁর কাছে উপহার পাঠাতেন তাও তিনি বায়তুলমালে জমা করে দিতেন। একবার তাঁর এক বন্ধু উপহার হিসেবে এক ঝুড়ি খেজুর তাঁকে দিলেন। কিন্তু সরকারী ডাক ঘোড়ায় চড়িয়ে সেগুলো তাঁকে দেয়া হয়েছে–এই ভেবে তিনি তার কর্মচারীকে বললেনঃ এগুলো বাজারে বিক্রি করে দাও। খেজুরগুলো বাজারে নিয়ে যাওয়া হল, আর এক লোক সেগুলো কিনে আবার খলিফা ওমরকে উপহার

www.bjilibrary.com

হিসেবে পাঠালেন। খলিফা দেখলেন এই সেই খেজুর। খলিফা সব ঘটনা শুনলেন, তিনি খেজুর বিক্রি বাবদ অর্থ বায়তুলমালে জমা করে দিলেন। কিছু খেজুর নিজের খাদেমদের খেতে দিলেন। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা নিজের স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে তার দাম নিজের পকেট থেকে বায়তুল মালে জমা করে দিলেন।

একবার বায়তুল মালে প্রচুর আপেল এল। হযরত ওমর গরীবদের মধ্যে এই আপেল বিতরণ করছেন। এমন সময় তাঁর ছোট ছেলেটা সেখানে এসে হাজির। সে কোন কিছু না বলে হঠাৎ আপেলের স্তুপ থেকে একটা ওঠিয়ে খেতে লাগল। কিন্তু এটা সাধারণ জনগণের সম্পদ। ওমর নিজের ছেলের হাত থেকে আপেলটা কেড়ে নিলেন। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরল। তার মা বাজার থেকে আপেল কিনে এনে ছেলেকে থামালেন। হযরত ওমর ঘরে ফিরে এসে আপেলের গন্ধ পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বায়তুল মালের আপেলের অংশ নিয়েছ? তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ না, ছেলের কান্না দেখে আমি বাজার থেকে কিনে এনে দিয়েছি।

হযরত ওমর তখন বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি যখন ছেলের হাত থেকে আপেলটা কেড়ে নিলাম তখন মনে হল আমার কলিজাটা যেন চিরে ফেললাম। কিন্তু আল্লাহর সামনে আমাকে যে এই আপেলের জন্যও জওয়াব দিতে হবে।” এরকম ছিল তাঁর আল্লাহর প্রতি ভয়।

খলিফা বায়তুলমালের টাকা পয়সা দিয়ে একটা লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। সেখানে গরীব দুঃখীদের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। একবার মেহমানরা খাবার সামনে রেখে বসে থাকলেন। কিছুতেই কাউকে খাওয়ান যাচ্ছে না। তাঁরা বলল ঃ খলিফা আমাদের সাথে

www.bjilibrary.com

শরীক হলে পরে আমরা খাব। খলিফা এরপর থেকে তাদের সাথে খানায় শরীক হতেন। এজন্য তিনি নিজের সম্পত্তি থেকে দৈনিক দু'দেরহাম বায়তুলমালে জমা করে দিতেন।

তিনি নিজের পরিবারের লোকদের একদিন সতর্ক করে বললেন ঃ খবরদার! কেউ যেন কোন জিনিস লঙ্গরখানা থেকে চেয়ে না আনে। কেননা সেসব গরীব মিসকিন আর মুসাফীরদের জন্য।

ও দেশে শীতের সময় দারুণ কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে। পানি যেন বরফের মত। ওজুর পানি সে সময় গরম করতে হয়। হযরত ওমরের খাদেম সরকারী লঙ্গরখানার কাঠে এক মাস ধরে ওজুর পানি গরম করে তাঁকে দিল। তিনি এসব খবর জানতেন না। যখন জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন তখনই হিসাব করে জ্বালানী কাঠের মূল্য বায়তুলমালে জমা করে দিলেন। এরকম ছিল খলিফা ওমরের আদর্শ।

www.bjilibrary.com

গুজব নয়

দেশের যারা সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা সাধারণতঃ তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঘুষ নিয়ে থাকে। ঘুষ নেয়া ও দেয়া দুটোই খারাপ কাজ। এ কাজ মুসলমান করতে পারে না। কিন্তু যখন থেকে মুসলমানরা কোরআন হাদীসের আইন মানা বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়ালমত দেশ চালাতে লাগলো তখনই তাদের মধ্যে ঘুষ দেয়া-নেয়া শুরু হল।

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের আগের সম্রাটরা ঈদ উৎসব, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে লাখ লাখ টাকা পেতেন। যারা এসব উপঢৌকন দিতেন তারা এর বিনিময়ে অন্যায় সুযোগ সুবিধা হাসিল করে নিতেন। এজন্য এগুলো ঘুষ ছিল। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা ঘুষ গ্রহণ করতে কোন সংকোচই বোধই করতো না।

খলিফা কড়াকড়িভাবে এসব ঘুষ দেয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি নিজেই কারও পাঠানো উপহার গ্রহণ করতেন না। সরকারী কাজে কোথাও সফরে যেতে হলে তিনি নিজের তাঁবুতে থাকতেন, নিজের খাবার খেতেন। কারও পাঠানো খাবার খেতেন না বা কারও দাওয়াত গ্রহণ করতেন না।

একবার খলিফা আপেল খেতে চাইলেন। তাঁর এক আত্মীয় কিছু আপেল উপঢৌকন হিসেবে তাঁকে দিলেন। তিনি একটা আপেল তুলে নিয়ে খুশীমনে নাড়াচাড়া করে আবার এই বলে ফেরত পাঠালেন যে, খলিফা খুব খুশী হয়েছেন। কিন্তু তিনি এজন্য গ্রহণ করলেন না যে, প্রেরকের মনে হয়তো তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় সুবিধা অর্জনের ইচ্ছে থাকতে পারে।

www.bjilibrary.com

ঘুষ তাঁর সময় পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে গেল। কর্মচারীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ থাকলো। এমনকি অফিসের সাধারণ খরচও তাঁদের খলিফার কাছ থেকে আবেদন করে পেতে হত। তাঁর অনুমতি ছাড়া বায়তুল মাল হতে কারও এক পয়সা খরচ করারও অধিকার ছিল না।

খলিফা ওমর নিজে চিঠিপত্র লিখতে গেলে খুব কম কথা ছোট কাগজে লিখতেন। ঘন করে লিখতেন। যাতে জনগণের সম্পত্তির অপচয় না হয়।

বায়তুল মাল জনগণের সম্পদ। এটাকে তিনি পবিত্র আমানত মনে করতেন। যদি খবর পেতেন কোন কর্মচারী কোন অর্থ নষ্ট করেছে তখন তাকে সেজন্য গ্রেফতার করতেন।

একবার ইয়ামেনের গভর্ণর খলিফাকে জানালেন, বায়তুল মালের কিছু দীনার হারিয়ে গেছে। খলিফা বলে পাঠালেন সব লোক জমা করে যেন গভর্ণর সাহেব কসম করেন যে তিনি এ ব্যাপারে দোষী নন। ফলে গভর্ণর এরপর থেকে খুব হুশিয়ার হয়ে চলতে লাগলেন। এমন কঠোরভাবে খলিফা জনগণের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করতেন।

www.bjilibrary.com

শাহী পোশাক

কেউ প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হলে আমরা মনে করি এবার সব থেকে দামী ও সুন্দর পোশাকটা তিনিই পরবেন। তাছাড়া সকালে এক রকম পোশাক, দুপুরে আবার অন্য রকমের স্যুট, বিকেলে আবার এক রকম। রাতে অন্যরকম। শোবার সময় এক রকম। এরপর ঋতু পরিবর্তনের পোশাকের রঙ ও ডিজানই কত জনের কত রকম হয়ে থাকে। নিত্য নতুন স্টাইলের পোশাকে তাঁদের একটা ঘর ভরা থাকে। কিন্তু ইসলাম বলে দেশের সকল মানুষের যেরকম পোশাক পরার সামর্থ রাখে খলিফার উচিত সেরকম পোশাক পরা। অবশ্য পোশাক বহু থাকা নিষিদ্ধ নয়। তবে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য সেটা শোভা পায় না।

এজন্য খলিফা হবার আগে ওমর সব থেকে দামী কাপড় পরলেও খলিফা হয়ে তিনি সাধারণ লোকের মত পোশাক পরতেন।

এক ভদ্রলোক ছয়মাস খলিফার সাথে ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমি খলিফাকে সব সময় একটা মাত্র চাদর পরে থাকতে দেখেছি। এছাড়া আর কোন কাপড় দেখিনি। জুমার দিনে সেটা ধুয়ে রোদে শুকিয়ে তিনি নামাজ পড়তে আসতেন।

খলিফা ওমর একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার এই অসুস্থতার খবর। মানুষের দরদে যিনি এত দরদী, যিনি নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ান, নিজে পুরান

www.bjilibrary.com

কাপড় পরে অপরকে নতুন কাপড় পরান, সেই মহান দ্বিতীয় ওমর আজ রোগ শয্যায়। লোকজন তাঁকে দেখার জন্যে দলে দলে ভীড় করছে।

খলিফার স্ত্রী ফাতেমা নিকটে বসে আছেন। ফাতেমার ভাই মুসলেমা বোনকে বললেন ঃ 'খলিফার জামাটি খুব ময়লা হয়ে গেছে। এটা বদলিয়ে দাও। এরপর লোকজনদের ভেতরে দেখতে আসতে বলব।' ফাতেমা ভাই-এর কথার কোন জওয়াব দিলেন না। তিনি চুপ করে থাকলেন। মুসলেমা আবার আগের কথা বোনকে বললেন। ফাতেমা কসম করে বললেন, ঐ একটা জামা ছাড়া তাঁর আর কোন জামা নেই।

খুব কম দামী জামা কাপড় তিনি ব্যবহার করতেন। একবার তিনি এক লোককে নিজের জন্য কাপড় চোপড় কিনতে পাঠালেন। সে লোক ৮০ দেরহামের কাপড় কিনে আনলো। সেটাই তিনি পছন্দ করলেন। অথচ খলিফা হবার আগে ৯০০ দেরহামের কাপড়ও তাঁর অপছন্দ হত।

খলিফা ওমরের মনে কোন অহঙ্কার ছিল না। তিনি একবার জুমার নামাজ পড়তে গেলেন। লোকেরা দেখলো অর্ধেক পৃথিবীর সম্রাটের কাপড়ের সামনে ও পেছনে অসংখ্য তালি লাগান আছে।

খানাফেরা নামের এক জায়গায় একবার তিনি লোকদের এক সভায় বক্তৃতা করছিলেন। তখনও তাঁর কাপড়ে তালি লাগান ছিল। সাধারণ পোশাক পরার দরুণ অপরিচিত লোকেরা অনেক সময় তাঁকে চিনতেও পারত না। একবার এক বিদেশী মহিলা কোন এক ব্যাপারে খলিফার বাস ভবনে আসলেন। খলিফা সাধারণ পোশাক পরে বাসায় ছিলেন। মহিলা খলিফাকে চিনতেন

www.bjilibrary.com

না। খলিফা বার বার নিজের স্ত্রী ফাতেমার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাচ্ছিলেন। মহিলাটি বিরক্ত হয়ে বলল ঃ লোকটা কেমন বেহায়া। খলিফার স্ত্রী হেসে ফেললেন, জানালেন উনিই খলিফা। মহিলা অবাক হয়ে গেল।

অনেক সময় কোন অপরিচিত লোক এসে খলিফা ওমরকেই জিজ্ঞেস করত ঃ খলিফা ওমর কোথায়? কারণ সাধারণ পোশাক পরে থাকার জন্যে লোকে সহজে তাঁকে চিনতে পারত না। অন্যলোকে তাঁর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলে সেই অপরিচিত লোক তখন অবাক হয়ে সালাম দিত।

www.bjilibrary.com

সম্রাটের খাদ্য

রাত গভীর হচ্ছে। কাজ কর্মের চাপ ক্রমে কমে আসছে। খলিফা অপেক্ষা করছেন ছেলের জন্য। যতক্ষণ রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম ছিল ততক্ষণ সরকারী বাতি জ্বালিয়েছেন। এরপর নিজের ব্যক্তিগত কাজ রয়েছে। ব্যক্তিগত বাতি জ্বালিয়ে দেবেন। ছেলে বাসা থেকে বাতি নিয়ে এল। খলিফা ব্যক্তিগত কাজ সেরে বাসায় ফিরে এলেন।

খলিফার এক ফুফু বেড়াতে এসেছেন বাসায়। খলিফার স্ত্রী বললেন ঃ ফুফু আম্মা আর একটু অপেক্ষা করুন। উনি এসে যাবেন। খলিফার ফুফু অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পর ওমর ঘরে আসলেন। তাঁর খাবার আনা হল। খলিফা খেতে বসলেন। তাঁর সামনে রয়েছে দু'টুকরা রুটি, একটু লবণও সামান্য তেল। এছাড়া আর কিছুই নেই। তাঁর ফুফু এসেছিলেন কিছু সুবিধা আদায় করার জন্য কিন্তু এসব দেখে তিনি বললেন ঃ বাবা ওমর, আমি নিজের কথা বলার জন্য তোমার কাছে এসেছিলাম। এখন দেখছি তার আগে তোমার সম্পর্কেই বলা দরকার।' খলিফা ওমর মনোযোগ দিয়ে ফুফুর কথা শুনছেন। ফুফু বললেন– এরকম খাবার একজন সম্রাটের জন্য শোভা পায়? তুমি এ থেকে ভাল খাবার খেতে পার না? অর্ধেক পৃথিবীর সম্রাট হয়ে তিনি এর থেকে হাজার গুণ ভালো খাবার যোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ঘরে যে খাবার খাওয়া হয় তার থেকে

www.bjilibrary.com

ভালো খাবার খেতে তাঁর বিবেক বাধা দিত। এছাড়া খলিফা রাষ্ট্র থেকে কোন বেতন নিতেন না। তাঁর সামান্য জমির আয় থেকে কোন রকমে কষ্ট করে তাঁকে চলতে হতো। তাই জওয়াবে খলিফা বললেনঃ ফুফু আম্মা। এর থেকে ভালো খাবার ব্যবস্থা করার সাধ্য যে আমার নেই। জুলুম করা ছাড়া যদি ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতাম তবে আপনার নির্দেশ মেনে নিতাম; কিন্তু জনগণকে বঞ্চিত করে ভাল খাবার খেতে পারব না। এরপর তাঁর ফুফু বললেন ঃ বাবা! আমি তোমার চাচা সম্রাট আবদুল মালেকের সময় থেকে যে যে ভাতা পাচ্ছি তা তুমি বন্ধ করে দিলে? আমার অসুবিধা তুমি দেখছ না?

খলিফা বললেন ঃ ফুফুজান, আমার চাচা আপনাকে অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ থেকে ভাতা দিয়েছেন। এসব সম্পদ তো আর আমার নয়। আমি কেবল আমার সম্পদ তা আর আমার নয়। আমি কেবল আমার সম্পদ থেকে আপনাকে ভাতা দিতে পারি।' ফুফু জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি পরিমাণ সম্পদ আছে? খলিফা বললেন ঃ আমার বার্ষিক আয় ২০০ দীনার। ফুফু বললেন ঃ এত অল্প আয় দিয়ে আমার কাজ হবে না। তখন খলিফা ওমর বললেন ঃ এ ছাড়াতো আমার আর কিছুই নেই। এসব দেখে শুনে তাঁর ফুফু ফিরে গেলেন।

খলিফার আত্মীয় স্বজনরা একবার সকলে মিলে তাঁর ফুফুকে খলীফার কাছে তাদের হয়ে কথা বলতে পাঠালেন।

খলিফার কাছে এসে তাঁর ফুফু বললেনঃ বাবা ওমর! তোমার বংশের লোকজন অভিযোগ করছে যে তুমি তাদের রুজি

www.bjilibrary.com

রোজগার বন্ধ করে দিয়েছ। তারা যা কিছু ভোগ করছিল সবতো তোমার আগের আমলের সম্রাটদের দেয়া। সুতরাং তোমরা উচিত হয়নি সেসব কেড়ে নেয়া।"

খলিফা ওমর বললেন ঃ যা সত্য আর ন্যায় আমি তাই করেছি।' এরপর তিনি একটা দীনার (সোনার টাকা) একটা আগুন রাখার জায়গা, আর একট টুকরা মাংস আনালেন। এরপর দীনারটিকে আগুনে গরম করলেন। খুব গরম হওয়ার পর গোশতের টুকরা তার ওপর রাখতেই গোশত পুড়ে গেল।

ওমরের ফুফু অবাক হয়ে এসব কাণ্ড কারখানা দেখছেন। এরপর ওমর বললেন ঃ ফুফুজান, আপনি কি আপনার ভাতিজার গোশতকে এরকম কঠিন আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান না।

ফুফু আর কি করবেন। ওমর মিথ্যা কথা তো আর বলেনি। আসলেই ত' ঠিক কথা। মহানবীর অমরবাণী রয়েছে এ সম্পর্কে। 'হারাম খাবার খেয়ে শরীরের যে রক্ত মাংস হবে তা' জাহান্নামের আগুনে পোড়ান হবে।' তাঁর ফুফুজান সেসব লোকদের ফিরে গিয়ে বললেন ঃ মহান খলিফা ওমরের বংশে বিয়েও করবে আবার তার মত ছেলে হলে চিৎকারও করবে? এতো হতে পারে না।'

ওমর ইবনে আবদুল আজিজের মা ছিলেন আবার সেই মহান খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাবের বংশের কিনা এজন্যই ফুফুর এরকম মন্তব্য।

ওমরের আগে যারা সম্রাট ছিলেন তাঁরা নিজেদের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড় মনে করতেন। জনগণের সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তির মত যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতেন। তাদের

www.bjilibrary.com

ভালোভাসা দেখে মনে হত যেন তারা সব আকাশ থেকে নেমে এসেছে। তারা সোনা রূপার তৈরি গদীতে বসে আরাম করত, সোনার বাসনে খাবার খেত, রেমশী কাপড় পরত। তাদের কাছে দামী দামী যানবাহন থাকত। ঘরগুলো নানা বিচিত্র রং-এ ঝলমল করত। আর জোর করে মেয়ে ও পুরুষদেরকে তারা দাসদাসী বানাত। হযরত ওমর খলীফা হয়ে এরকম আরামের জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি মানুষের ওপর জুলুম করাকে ঘৃণা করতেন। এজন্য সহজ সরল জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

সম্রাটের প্রাসাদ

আগেরকার দিনে রাজা বাদশাহদের বাসভবন কত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হত। আজকালকার দিনেও প্রেসিডেন্ট হাউস রাজকীয় শানশওকতের সাথে তৈরি করা হয়। এসব প্রাসাদ সাধারণ মানুষের রক্তমাখা টাকা-পয়সা দিয়েই গড়ে ওঠে। ইসলামের খলিফারা কিন্তু এসব থেকে পবিত্র থাকতেন। চার খলিফার মত দ্বিতীয় ওমর ইবনে আবদুল আজিজও জনগণের টাকা-পয়সা দিয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরি করতে সময় ব্যয় করেননি। যখন তাঁর পূর্বের সম্রাটরা রাজপ্রাসাদ তৈরি করাতেন তখন থেকেই ওমর শপথ নিয়েছিলেন তিনি শাসক হলে কখনও জনগণের টাকা দিয়ে নিজের আরামের জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরি করবেন না।

হযরত ওমরের থাকার জন্য অনেক আগের তৈরি করা একটি ঘর ছিল। সিঁড়ির ইটগুলো মাঝে মাঝে খসে গিয়েছিল। ওঠানামা করার সময় ইটগুলোর নড়াচড়া করত। একদিন তা দেখে তাঁর এক খাদেম কাদা দ্বারা সেটা ঠিক করে দিলেন। সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, ইট নড়াচড়া করছে না। অবাক হয়ে তিনি কারণ জানতে চাইলেন। খাদেম বললেন : আমি কাদা দিয়ে ঠিক করে দিয়েছি।

তাঁর প্রাসাদে যে আলোর প্রদীপ জ্বলত সেটাও বাঁশের তিনটে খুঁটির ওপর রাখা হত। আর প্রদীপও চিল মাটির। হযরত ওমর তাঁর ওয়াদা ঠিক রেখেছিলেন। তিনি তাঁর শাসনামলে কোন প্রাসাদ তৈরি করেননি। বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান

www.bjilibrary.com

থেকে প্রজারা আসতেন খলিফার কাছে। তাঁদের বিভিন্ন রকম অভাব অভিযোগ খলিফা শুনতেন। এরপর প্রতিকার করতেন। একবার ইরাক থেকে এক মহিলা খলিফার সাথে দেখা করার জন্য এলেন। মহিলা খলিফার স্ত্রী ফাতেমার কাছে গেলেন। ফাতেমা সালামের জওয়াব দিয়ে তাকে বসতে বললেন। মহিলাটি ঘরে ঢুকে ভেতরে চেয়ে দেখেন কোন ফার্নিচার বা দামী কোন আসবাবপত্র ঘরে নেই। মহিলাটি এতদূর এসে খলিফার এ রকম গরীবী অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে বলল ঃ আমি এমন লোকের কাছে আমার দুঃখ-কষ্ট বলার জন্য এলাম যিনি নিজেই কষ্ট করে জীবন কাটাচ্ছেন! তিনি কি আমার অভাব দূর করতে পারবেন? একথা শুনে ফাতেমা বললেন ঃ তোমাদের মত দুঃখী ও অভাবী লোকদের দুঃখ আর অভাব দূর করতে করতে আজ তাঁর নিজের ঘরের এ অবস্থা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

অভাব হলো দূর

খলিফা ওমর রাষ্ট্রের যত অসহায়, গরীব দুঃখী লোক ছিল সবার তালিকা তৈরি করে সবাইকে প্রয়োজন মত ভাতা দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তাঁর বংশের লোকদের তিনি আলাদা কোন সুযোগ দিতেন না। এমনকি অমুসলমদেরও তিনি বৃত্তি দিতেন। ইসলামের নীতি যেসব শাসক মানে না তাদের দেশেই মানুষ খেতে পায় না, পথে ঘাটে পড়ে থাকে। আর বড় বড় রাজা, বাদশাহ্, প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীরা বড় বড় বিল্ডিং-এ থাকে, দামী কাপড় পড়ে মজার খবার খেয়ে গরীব মানুষের শোকে লোক দেখানো দুঃখ প্রকাশ করে। হযরত ওমরের আদর্শ শাসনের ফলে দেশের লোকদের অবস্থা ফিরে গেল। সব এলাকার প্রজারা সুখে দিন কাটাতে লাগল। কোথাও একজন গরীব আর অভাবী লোক খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকজন সরকারী কর্মচারীদের কাছে টাকা-পয়সা নিয়ে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করতঃ দয়া করে এ টাকাগুলো রেখে দিন, কোন অভাবী লোক পেলে দিয়ে দেবেন। কিন্তু কোথাও কোন অভাবী লোকই খুঁজে পাওয়া যেত না। কর্মচারীরা সে টাকা ফিরিয়ে দিতেন। খলিফা যদি বায়তুলমালের টাকা দিয়ে শুধু নিজের পেট ভরার চিন্তা করতেন তা' হলে এ রকম সুখ-শান্তিতে দেশের লোকেরা বাস করতে পারত না। কিন্তু তিতি তা করেননি। বরং তিনি বায়তুলমালকে একটা পবিত্র আমানত মনে করতেন। তা থেকে এক পয়সাও অন্যায় ভাবে ব্যয় করতেন না।

===০===

www.bjilibrary.com

জনগণের সেবক

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ একা খলিফা করবেন- এটা তো আর সম্ভব নয়। এ জন্য কর্মচারী নিয়োগের দরকার। খলিফা বেছে বেছে ভালো লোকদের কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। খলিফা কর্মচারীদের যথেষ্ট পরিমাণ বেতন ঠিক করে দিতেন। যাতে তাদের অসুবিধা না হয়। কিন্তু কর্মচারীরা যাতে জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করে সেজন্য তিনি তাদের কাজের ওপর কড়া নজর রাখতেন। কোন কর্মচারী যদি ইসলামের নীতি বিরোধী কোনকাজ করে ফেলত তবে তিনি কড়াভাবে তার হিসাব নিতেন। অপরাধীকে তিনি অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতেন। বেশি দিতেন না, কমও দিতেন না। অথচ আগের সম্রাটরা সামান্য কারণে কাউকে বন্দী করে এনে ইচ্ছে হলে হত্যাও করে ফেলত।

হযরত ওমরের শাসনকালে মানুষ এত ভালো হয়ে গেল যে, অন্যায়- অপরাধ বন্ধ হয়ে এল। খলিফা যেমন জনগণকে ভালোবাসতেন, সাধারণ লোকেরাও খীলফাকে ভালবাসতেন। এক গভর্ণর খলিফাকে জানালেন যে, লোকেরা আপনাকে এত পছন্দ করে যে, আগে যারা জাকাত দিতে চাইত না এখন তারাই নিজ থেকে এসে জাকাতের টাকা জমা করে বায়তুলমাল ভরে দিচ্ছে। খলিফা উত্তরে জানালেন ঃ বায়তুলমালে সম্পদ জমা করে না রেখে সবাইকে সেটা বিলি করে দাও। খোরাসানের এক ডেপুটি গভর্ণর মানুষকে শ্রদ্ধা করত না। তার সম্বন্ধে জানতে পেরে খলিফা তাকে পদচ্যুত করলেন। কেননা লোকটি অযথা

মানুষকে অত্যাচার করে আনন্দ পেত। কর্মচারীদের খুঁটিনাটির ব্যাপারেও খলিফা খোঁজ রাখতেন। যাতে কোন কর্মচারী অসৎভাবে চলতে না পারে সেজন্য তিনি খুব কড়া নজর রাখতেন।

অন্যায় কোন ট্যাক্স জনগণকে দিতে বাধ্য করলে খলিফা তা বন্ধ করে দিতেন। খলিফা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন ফিলিস্তিনে জনগণের কাছ থেকে নগর শুল্ক আদায় করা হয়। খলিফা হুকুম পাঠালেন ঃ নগর শুল্কের অফিস জ্বালিয়ে দাও আর বাকী যা আছে সব সাগরে ফেলে দাও যেন তার নাম-নিশানা না থাকে।" অর্থাৎ যে সব ট্যাক্স চাপালে জনগণের কষ্ট ও অসুবিধা হয় খলিফা সেসবের একদম বিরোধী ছিলেন। কর্মচারীরা কেউ যাতে কোন লোককে কম অপরাধে বেশি শাস্তি না দেয় এদিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

বিনা প্রমাণে সন্দেহ করে যাতে কোন লোককে শাস্তি দেয়া না হয় এজন্যও তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। খলিফা শাস্তি দিয়ে নয় বরং ক্ষমা করে মানুষকে সংশোধন করতে চেষ্টা করতেন। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মোতাবেক অপরাধ শাস্তিযোগ্য সেখানে তা-ই করতেন।

কর্মচারীরা তাঁর সময়ে জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করত।

অনেক রাজা বা মন্ত্রী মনে করে যে রাজ্যশাসন করতে গেলে লোককে কড়াকড়ি শাস্তি দিয়ে ভয় দেখাতে হবে। ফলে তারা ভয়ে ভয়ে রাজার কথা মেনে চলবে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে অযথা ভয় দেখানোর জন্য মানুষ খুন করা কখনও সমর্থন করে না।

www.bjilibrary.com

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসনকালে শাসকদের প্রতি নির্দেশ ছিল, বিনা কারণে একটা লোককেও যেন হত্যা করা না হয়। ইরাকের দু'জন বড় বড় সরকারী কর্মচারী খলিফাকে লিখলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা কিছু লোককে পাইকারীভাবে হত্যা করে মানুষের মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারব। তার ফলে লোকেরা আইন মেনে চলবে। এখানকার লোকেরা বড্ড বেশি উচ্ছৃংখল। এদের সহজে অনুগত করা যাচ্ছে না। খলিফা পত্র পেয়ে দারুণ কষ্ট পেলেন। এত বড় কথা। তাঁর নিযুক্ত কর্মচারীরা আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে খুন করার অনুমতি চাচ্ছে তাঁর কাছ থেকে। যে মানুষদের মংগলের জন্য তিনি নিজে ছেঁড়া তালি দেয়া কাপড় পরেন। ভাঙ্গাচুরা ঘরে অভাব অনটনের মধ্যে সংসার চালান সেই মানুষকে খুন করবে তারা কর্মচারীরা বিনা কারণে। শুধু মাত্র মানুষের মধ্যে নিজেদের শক্তি দেখাবার জন্য তারা পাইকারী হত্যা করতে চায়। এ কখনও হতে পারে না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ সঙ্গে সঙ্গে পত্র দিলেন সে দু'জন কর্মকর্তার কাছে। তাদের অন্যায় প্রস্তাবের জন্য খলিফা ধমক দিয়ে লিখলেন- 'সাধারণ মানুষের রক্ত ঝারানো থেকে আমি তোমাদের রক্ত ঝরানোকে বেশি সহজ মনে করি। তোমরা এমন নিচু স্বভাবের অভদ্র লোক যে, আমাকে মানুষ খুন করার পরামর্শ দিচ্ছ?'

চিঠি পেয়ে কর্মকর্তাদের টনক নড়ল। এতক্ষণে তারা বুঝল এটা আগের সম্রাটের জুলুমের রাজত্ব নয়। বরং এখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খেলাফত চলছে। যিনি মানুষকে ভালোবাসেন, ভালোবেসেই তিনি সকলের মনকে জয়

www.bjilibrary.com

করছেন। তাদেরও আগের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। মানুষকে মানুষ মনে করতে হবে। কর্মকর্তরা তাদের কাজের জন্য লজ্জিত হলেন।

একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল মুসেল নামক এক স্থানে। এলাকাটা আগে থাকতেই চোর ডাকাতদের কেন্দ্র ছিল। এখানকার নতুন গভর্ণর এসে সব কিছু দেখে খুব হতাশ হয়ে খলিফাকে জানালেন যে, এ প্রদেশের মত এত চোর ডাকাত আর কোথাও নেই। গভর্ণর সাহেব জানতে চাইলেন, এদের ঠিক করার জন্য প্রচলিত নিয়মে সন্দেহনক লোকদের শাস্তি দেব? হযরত ওমর জানালেন; না, নবীর আদর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ কর। গভর্ণর সাহেব তাই করলেন। কদিন পর দেখা গেল চুরি-ডাকাতি একদম বন্ধ হয়ে গেছে।

ইসলামী শাসন না থাকলে কর্মচারীরা অনেক সময় জনগণের কাজ ঠিক সময়মত না করে ফেলে রাখে। তার ফলে জনগণ কর্মচারীদের পেছনে পেছন ঘুরতে থাকে। খলিফা ওমর জনগণকে হয়রানি করা একদম বন্ধ করে দিলেন।

www.bjilibrary.com

রোদ ঝলমল দিন

হযরত ওমর প্রদেশগুলোতে আগের জালেম গভর্ণর ও কর্মচারীদের পরিবর্তে সব থেকে ভালো ও সৎলোকদের শাসনকর্তা বানালেন। নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের কাউকে তিনি বড় বড় পদ দিলেন না। বরং দেশের সব থেকে সেরা লোকদের তিনি এ কাজের জন্য বাছাই করলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ), শাবী এবং ইবনে হাজামের মত বিশ্ববিখ্যাত মহান লোকদের তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

গভর্ণরদের প্রতি হযরত ওমরের নির্দেশ ছিল যেন তারা জনগণের সাথে মেলামেশা করেন। খলিফা এ ব্যাপারে গুপ্তচর দিয়ে খোঁজ রাখতেন। যাতে কোন গভর্ণর কোন অন্যায় করতে না পারেন।

বসরা এলাকার গভর্ণর খলিফাকে জানালেন, ইসলামী আদর্শমত চলার ফলে সকলে সুখে দিন কাটাচ্ছে। কারও কোনও অভাব নেই। গভর্ণর আশংকা প্রকাশ করলেন এ রকম সুখে থাকলে লোকেরা বিদ্রোহ করতে পারে।

খলিফা তাঁর নিয়োজিত গভর্ণরের কথার জওয়াবে জানালেন, আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্যই যখন মানুষের এত সুখ শান্তি আসছে তখন তাদের বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা করতে বল।

www.bjilibrary.com

খলিফা যদি মান-সম্মানের লোভী হতেন তবে হয়তো একথা শুনে খুব গর্ভবোধ করতেন। কিন্তু তিনি ত আল্লাহকে খুশী করার জন্যই সব কাজ করেন। এজন্য তিনি মানুষকে আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য বললেন।

কোন ঋণগ্রস্ত লোক এলে খলিফার হুকুমে বায়তুল মাল থেকে তার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হত। মোসাফিরদের সেবাযত্ন করার দিকেও খেয়াল রাখা হত।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহান ওমর ইবনে খাত্তাবের মত পঞ্চম খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ সাম্রাজ্য চালনা করতেন। আগের সম্রাট ও তাদের অধীন গভর্ণরদের জুলুমে মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ওমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসনে তারা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যেন ঝড় তুফানের কালো রাত কেটে গিয়ে রৌদ্রজ্জোল দিনের আগমন ঘটেছে।

লোকজন দলে দলে আসল ইরাকের গভর্ণরের কাছে। কেননা আগের গভর্ণর হাজ্জাজ খুব জালেম ও নিষ্ঠুর লোক ছিল। সে জোর করে মানুষের সম্পদ দখল করে বায়তুলমালে জমা করত। গভর্ণর খলিফার নির্দেশমত যার যা পাওনা তা ফেরত দিলেন। খলিফার নির্দেশ ছিল পাওনাদার যদি মারা গিয়ে থাকে তবে যেন তার উত্তরাধিকারীদের তা' ফেরত দেয়া হয়। এভাবে টাকা-পয়সা ও জিনিস ফেরত দেবার পর দেখা গেল বায়তুলমালে আর কিছু নেই। হযরত ওমর কেন্দ্র থেকে খরচাপাতির জন্য ইরাকে টাকা পাঠালেন।

জনগণের মনে কোন কষ্ট যাতে না থাকে এবং তাদের কোন অভাব না থাকে এজন্য খলিফা গভর্ণরদের কাজের তদারকী

www.bjilibrary.com

করতেন। এত বিশাল সাম্রাজ্যে কোন কর্মচারী কোথায় কি কাজ করছে সে সবের পুরা রিপোর্ট তিনি রাখতেন। কাউকে বিন্দুমাত্র অবিচার করতে দেখলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। কেননা জনগণ তাঁর কাছে আপন সন্তানের থেকেও প্রিয় ছিল। মানুষ ভাবত তারা যেন এক পরিবারে স্নেহশীল পিতার অধীনে দিন কাটাচ্ছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসন এমনই রহমতের ছিল।

www.bjilibrary.com

দুশমন থেকে বন্ধু

আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান। যে ঈমান এনে ভালো কাজ করবে সেই সম্মান পাবে। সে যদি আফ্রিকার কালো লোকদের বংশেও জন্ম নেয় তাতে কিছু যায় আসে না। এজন্য কালো কৃতদাস বেলাল আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত। আর নবীর চাচা আবু জাহেল ভালো বংশের হয়েও আল্লাহর কাছে ঘৃণ্য। চার খলিফার পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে রাজতন্ত্রের যুগ এল তখন থেকে আবার উল্টো হাওয়া বইতে লাগল। বনি ওমাইয়া বংশের লোকদের হাতে রাজত্ব। এজন্য তারাই সবার সেরা একথা তারা সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল। আগে আরবে বিভিন্ন বংশে বংশে ঝগড়া বিবাদ হত। ইসলাম আসার পরে সেসব লড়াই থেমে গেল। কিন্তু চার খলিফার পর রাজতন্ত্রের যুগে আবার আগের ঝগড়া শুরু হল। হাশেমী বংশের লোকদের খারাপ মনে করত ওমাইয়ারা। অথচ প্রিয় নবী (সাঃ) ও তাঁর বংশ ছিল এই হাশেমী বংশ। ওমাইয়ারা বিগত ষাট বছর ধরে হাশেমী বংশের লোকদের সব রকমভাবে অবহেলা করেছে। কিন্তু ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা হয়ে সেসব জুলুমের অবসান করলেন। ওমর ওমাইয়া বংশের লোক, কিন্তু তিনি একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করেন কোন এক নির্দিষ্ট বংশের লোক হলেই কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধার হকদার হবে এটা অন্যায়। তাই তিনি ওমাইয়া বংশের লোকদের সবরকম অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেয়া বন্ধ করে দিলেন।

www.bjilibrary.com

খলিফা বায়তুল মাল হতে দশ হাজার দীনার গভর্ণরের কাছে পাঠালেন যাতে হাশেমী বংশের লোকদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করে দেয়া হয়। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে ওমাইয়ারা এই হাশেমীদের সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। হযরত হুসেন (রাঃ)-এর মেয়ে ফাতেমা এক পত্র লিখে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে জানালেন ঃ আপনি খুবই উপকার করেছেন। এটা খুবই ভাল হয়েছে। হযরত ওমর পত্র পেয়ে খুশী হলেন। পেয়ারা নবীর নাতির মেয়ের এই পত্র হযরত ওমর ভক্তিভরে চোখে মুখে লাগালেন। পত্রখানা যে নিয়ে এসেছিল খুশী হয়ে তাঁকেও পাঁচশত দীনার পুরস্কার দিলেন। আর বাহককে এ বলে ফেরত পাঠালেন, ফাতেমা যেন ওমরের জন্য দোয়া করেন, তাঁর পত্রের জন্য ওমর কৃতজ্ঞ।

হাশেমী বংশের লোকেরাও খুশী হয়ে পত্র দিলেন। হযরত ওমর জানালেনঃ আমি আগের সম্রাটদের পরামর্শ দিয়েছিলাম হাশেমী বংশের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু তারা আমার কথা শুনে নাই। এখন আমি যতদিন বাঁচব হাশেমী বংশের ওপর কোন জুলুম হতে দেব না।

ওমর চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে হাশেমী বংশ ও ওমাইয়া বংশের লোকদের ঝগড়াঝাটি মিটে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এজন্য তিনি বাস্তব পদক্ষেপ নিতে লাগলেন।

ওমাইয়া সম্রাটরা বক্তৃতার সময় হাশেমীদের গালাগালি করতেন। তাদের অস্পৃশ্য মনে করতেন। তাদের কোন সাহায্যই করতেন না। এমন কি মিম্বরে দাঁড়িয়ে হযরত আলীকে গালি দেয়া হতো। হযরত ওমর আইন করে তা নিষেধ করে দিলেন। হযরত ওমর সব গভর্ণরদের কড়া হুকুম দিলেন যেন কেউ হাশেমীদের গালি না দেয়।

www.bjilibrary.com

খলিফা ওমর হাশেমীদের নিজের কাছে বসাতেন। হযরত আলীকে তিনি প্রশংসা করতেন। ফাদাকের বাগানের মালিক ছিলেন ওমর। তা থেকে বছরে আয় হত দশ হাজার দীনার। এই বাগানও তিনি হাশেমীদের দিয়ে দিলেন। হযরত ওমরের চেষ্টার ফলে হাশেমী বংশের যেসব লোক খুব গরীব ছিলেন তারা স্বচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাতে লাগল। এভাবে দুটো বংশের দীর্ঘ দিনের ঝগড়াকে তিনি মিটিয়ে দিলেন। এ থেকে বুঝা গেল ইসলামকে ঠিকভাবে মেনে চললেই মানুষে মানুষে দুশমনি খতম হয়ে যায়। সকলে ভাই ভাই হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

অসহায়ের সহায়

মুক্ত দাসদের এ সময় মানুষের মত মনে করা হতো না। কোন সভায় তাদেরকে সকলের সাথে বসতে দেয়া হতো না। তাদের ওপর বেশি বেশি ট্যাক্স ধরা হত। যুদ্ধে তাদের আগে পাঠানো হতো। কিন্তু বেতন দেয়া হত না।

ইসলামের চার খলিফার সময় কিন্তু মুক্ত দাসদের ওপর খুব ভালো ব্যবহার করা হত। এমনকি দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর আরবের সম্ভ্রান্ত সর্দারদের থেকে অনেক মুক্ত দাসকে বেশি সম্মান করতেন। কিন্তু চার খলিফার পর ওমাইয়াদের রাজত্ব কাল থেকে আরম্ভ হলো মুক্ত দাসদের ওপর জুলুম। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মুক্ত দাসদের আবার মানুষের মর্যাদা দিলেন। তিনি তাদের আপন ভাই-এর মতো পাশে বসালেন।

মিসরের প্রধান বিচারপতি করলেন মুক্তদাস ইবনে খুজামেরকে। আর এক মুক্তদাস হাসান বসরীকে তিনি বসরা অঞ্চলের বিচারপতি নিযুক্ত করলেন। আগের নিয়মে মুক্ত দাসদের কাছে বেশি ট্যাক্স আদায় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন মিসরের গভর্ণর। এতে হযরত ওমর দারুণ ক্ষেপে গেলেন। গভর্ণর সাহেবকে বলে পাঠালেন, জুলুম না করলে যদি বায়তুল মাল শূন্য থাকে তবে সে-ও ভালো। কেন্দ্র থেকে সরকারী খরচ পাঠানো হবে। তবুও দুর্বলদের ওপর নির্যাতন করা চলবে না।

www.bjilibrary.com

যারা মুসলমান হবেন তাদের জিজিয়া ও খেরাজ দিতে হবে না। মুসলমানদের জাকাত ও ওশর দিতে হয়। ওমাইয়াদের সময় যারা মুসলমান হত তাদের কিন্তু জিজিয়া ও খেরাজও দিতে হত। হযরত ওমর এটা বন্ধ করে দিলেন। গভর্ণররা জানালেন যে, এর ফলে বাইতুল মাল শূন্য হয়ে যাবে। হযরত ওমর বললেন, আমি চাই সকলে মুসলমান হয়ে যাক। আর এক পয়সাও জিজিয়া ও খেরাজ না ওঠুক। আমরাও চাষাবাসের মেহনত শুরু করে দেই।

মুক্তদাস ও কোরেশদের মধ্যে ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রে সবরকম ভেদ ওমাইয়াদের রাজত্বের সময় সম্রাটদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের আরাম আয়েশ ও মান-সম্মান বাড়ানোর দিকে। সাধারণ মানুষ দুঃখ কষ্ট পেলেও সম্রাটরা তাতে বিচলিত হত না। কেননা ইসলাম থেকে এই সব সম্রাটরা অনেক দূরে থাকতো।

বৈষম্য হযরত ওমর তুলেদিয়ে সবাইকে এক কাতারে নিয়ে এলেন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোক থাকে। সাধারণত কোন এক ধর্মের লোক বেশি থাকে আর অন্যান্য ধর্মের লোক কম থাকে। কম সংখ্যক লোকদের ওপর সংখ্যায় যারা বেশি তারা অনেক সময় জোর-জুলুম করে তাকে। কিন্তু ইসলাম বলে, কোন অমুসলিম সংখ্যালঘুর ওপর অন্যায় ব্যবহার করা যাবে না। উমাইয়ারা ইসলাম মেনে চলতো না। সেজন্যে তারা সংখ্যালঘুদের ওপর জোর জুলুম করত। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ সংখ্যালঘুদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে লাগলেন। একবার একজন সরকারী কর্মচারী সরকারী

www.bjilibrary.com

ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীতে ফিরছেন। পথে ঘোড়াটি মারা গেল। তখন তিনি সরকারী কর্মচারীর দাপট দেখিয়ে এক অমুসলিমের কাছ থেকে বিনাভাড়ায় ঘোড়া নিলেন। এরপর রাজধানীতে পৌঁছে খলিফার সাথে দেখা করলেন। খলিফা সব ঘটনা শুনে খুব রেগে গেলেন। সেই কর্মচারীকে চল্লিশটা বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন।

খলিফার কাছে খবর এল এক স্থানের এক মুসলমান অনর্থক একজন অমুসলমানকে হত্যা করেছে। খলিফা ইসলামী বিধান মত হত্যাকারীকে নিহত লোকের উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দিলেন। তারা বদলায় মুসলমানটিকে হত্যা করল।

আইনের চোখে মুসলমান ও অমুসলমান সব সমান। একবার খলিফার আত্মীয় মোসলেমার সাথে কোন এক ব্যাপারে অমুসলমান কোন এক লোকের গণ্ডগোল হল। খলিফা বিচারক হলেন। মোসলেমা এসে দরবারে বসলেন। খলিফা তাকে অমুসলিমের সাথে দাঁড়াতে বললেন। কেননা বাদী ও বিবাদী দু'জনে সমান। খলিফা উভয়ের কথা শুনে অমুসলিমের পক্ষে রায় দিলেন।

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ নির্দিষ্ট কয়েকটি ট্যাক্স বাদ দিয়ে আর সব রকমের ট্যাক্স তুলে দিয়েছিলেন। যারা সুস্থ সামর্থবান তাদের ওপরই ট্যাক্স ধার্য করা হত।

ট্যাক্স আদায়ের সময় প্রজাদের ওপর কড়াকড়ি করা হযরত ওমর একদম অপছন্দ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি গভর্ণদের কাছে পত্র লিখতেন। সেসব পত্রে উল্লেখ থাকতো ট্যাক্স আদায়ে ভদ্রতা ও ন্যায়বিচারের দিকে লক্ষ্য রাখা।

www.bjilibrary.com

ওমাইয়া সম্রাটরা গভর্ণরদের বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করার জন্য সব রকম জোর জবরদস্তি করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর খেলাফতের সময় কাউকে প্রজাদের ওপর কোন জোর জুলুম করতে দিতেন না। কেউ জুলুম করলে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন।

খারাপ থেকে ভালো

মানুষ অপরাধ করলে তাকে জেলখানায়র রাখা হয়। জেলখানায় গিয়ে অপরাধী যেন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে পাপ কাজ না করে সেটাই জেলে রাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু ওমাইয়া সম্রাটরা অনেক সময় মানুষকে সন্দেহ করে জেলে পুরত। বিনা বিচারেও অনেক সময় কয়েদীদের হত্যা করত। সামান্য অপরাধে লোকদের কড়া শাস্তি দিত। অনেককে হাত পা কেটে শাস্তি দিত। কারও দ্বারা ঘানি টানাতো। কয়েদীরা মরে গেলে লাশ দাফন-কাফন ছাড়া পড়ে থাকত।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়ার বিধান চালু করলেন। শুধু সন্দেহ করে কোন লোককে শাস্তি দেয়া বন্ধ করলেন। কারও অপরাধ প্রমাণিত হলেই তাকে শাস্তি দেয়া হত। অপরাধ থেকে বেশি শাস্তি দেয়া খলিফা মোটেই পছন্দ করতেন না।

হযরত ওমর তাঁর সময়কার জেলখানাগুলোকে বর্তমান সময়ের ইউরোপ আমেরিকায় জেলখানা থেকেও উন্নত ধরনের বানালেন। তাঁর সময় জেলখানাগুলো কয়েক রকমের হল। নৈতিক অপরাধের জন্য এক রকম, স্ত্রী লোকদের জন্য একরকম ও ঋণগ্রস্তদের জন্য অন্যরকম জেলখানা হল। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণরকে হুকুম দেয়া হল তাঁরা যেন প্রত্যেক সপ্তাহে জেলখানা পরিদর্শন করে কয়েদীদের অভাব অভিযোগ শুনেন। বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েকটা হলো—

www.bjilibrary.com

১। বন্দীদের ওপর কোন রকম কড়াকড়ি করা যাবে না।

২। তাদের রোগের সময় চিকিৎসা করতে হবে।

৩। যে বেড়ী পারালে নামাজ পড়তে অসুবিধা হয় সেরকম বেড়ী পরান যাবে না।

৪। রাতের বেলা প্রত্যেক বন্দীর বেড়ী ও হাত কড়া খোলে দেয়া হবে যেন আরামে ঘুমুতে পারে।

৫। প্রত্যেক বন্দী ভাতা পাবে।

৬। জেল কর্মচারীদের বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

৭। শীতের সময় কম্বল, জামা এবং গরমের সময় জামা ও লুঙ্গি দিতে হবে।

৮। স্ত্রী বন্দীদেরকে অতিরিক্ত চাদর দেয়া হবে।

৯। সরকারী খরচে মৃতের দাফন-কাফন করা হবে।

এসব কারণে ওমরের সময় জেলখানাগুলো শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠল। আর জেলখানার তত্ত্বাবধায়করাও তাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। ফলে জেলখানা থেকে মানুষ ভালো ও সৎ হয়ে বের হতে লাগলো।

www.bjilibrary.com

শিক্ষার কদর

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ চাইতেন সব মানুষ সুশিক্ষা লাভ করুক। কেননা সুশিক্ষা দ্বারাই মানুষ সত্যিকার ভালো মানুষের মতো আদর্শ জীবন কাটাতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রটা কিন্তু কমবড় ছিল না। বিরাট রাষ্ট্র সেটা। ইরান, তুরস্ক, কাশগর, কেরমান, সিন্ধু, বলক, বুখারা, কাবুল, ফরগানা, মুছেল, মিশর, আফ্রিকা, স্পেন নিয়ে এই রাষ্ট্র। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকেও সেটা বড় ছিল।

এত বড় রাষ্ট্রে খলিফা হাজার হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করলেন মানুষকে শিক্ষা দান করার জন্য। আর এসব শিক্ষকরা কিন্তু আবার খুব উঁচু দরের জ্ঞানী-গুণী লোক ছিলেন।

যে জাতি শিক্ষকদের কদর করে তারাই বড় হয়। খলিফা এসব শিক্ষকদের এত সম্মান করতেন যে ভাবলেও আশ্চার্য হতে হয়। তোমরা শুনে অবাক হবে যে, খলিফা প্রত্যেক শিক্ষককে প্রাদেশিক গভর্ণরের সমান বেতন দিতেন।

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আবার গভর্ণরদের বলে পাঠালেন জ্ঞানী লোকেরা যেন মসজিদকে কেন্দ্র করে জ্ঞান চর্চা করেন, সে ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।

খলিফা শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনতো দিতেনই এমনকি তাদের বিভিন্ন সময় উপহারও পাঠাতেন। গভর্ণরদের ওপর খলিফার নির্দেশ ছিল সেখানকার জ্ঞানী লোকদের সাথে পরামর্শ করে শাসন কাজ চালাতে হবে।

www.bjilibrary.com

খলিফা বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের সময় তাঁর জ্ঞান, শিক্ষা ও চরিত্র দেখতেন। ভালো লোক আফ্রিকার নিগ্রো হলেও খলিফা তাঁকে সমাদর করে উঁচু পদে বসাতেন। নিজের বংশের লোকদেরও সেখানে তিনি বিবেচনা করতেন না। মহানবী (সঃ) মানুষকে সুশিক্ষা দেয়ার জন্য যেসব কথা বলেছিলেন আর যেভাবে চলা শিখিয়েছিলেন সেসব যারা জানতেন খলিফা তাদের কাছে থেকে লিখে নেয়ার জন্য অনেক বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিতদের ওপর ভার দিলেন। পণ্ডিত লোকেরা তখন দিনরাত খাটতে লাগলেন। যোগাড় করতে লাগলেন সেসব। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পর জমে ওঠল এক বিরাট সংকলন।

তখনকার দিনে আজকালের মত ছাপাখানার ব্যবস্থাত' আর ছিল না। কিন্তু তা' বলে বসে থাকলে চলবে না। কোন জিনিসের অনেক কপির প্রয়োজন হলে তা' করাও তো' দরকার। সেজন্য অনেক লোক সেসব কপি করতেন। খলিফা ওমর অনেক লোক নিযুক্ত করলেন। তাঁরাও আবার দিনরাত খেটে ঐ সংকলনের বহু কপি তৈরি করলেন। এবার খলিফা কপিগুলো বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন। শিক্ষকরা সেই বইপত্রের সাহায্যে মানুষকে ভাল শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। প্রত্যেকটা মানুষের খাওয়া, বাসস্থান চিকিৎসার ব্যবস্থা ত' খলিফা ওমর আগেই করেছিলেন। এবার সুশিক্ষারও ব্যবস্থা করলেন।

এর ফলে খারাপ কাজ বন্ধ হয়ে গেল। চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ সব বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ভালো হয়ে গেল। এখন একজন আর একজনের সাথে দেখা হলে কে কত ভালো কাজ করছে সে সব নিয়ে আলোচনা করা শুরু হলো। মানুষকে এভাবে ভালো করার জন্য ওমর কত পরিশ্রমই না করতেন।

===০===

www.bjilibrary.com

কবিদের সাথে

তখনকার দিনে রাজা-বাদশাহদের দরবারে কবিদের খুব দাম ছিল। আর কবিরা বেশির ভাগ সময় সেই সময়কার রাজা-বাদশাহের খুব প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। ফলে অনেক পুরস্কার লাভ করতেন।

কবিতা দিয়ে অনেক ভালো গুণ মানুষের মধ্যে আনা যায়। কিন্তু ওমাইয়াদের আমলে বড় বড় কবিরা সেদিকে খেয়াল না করে নিজেদের পকেট ভর্তি করার দিকে খেয়াল করতেন। তাদের কাজ ছিল এক বংশের প্রশংসা করা ও আর এক বংশকে গালিগালাজ করে কবিতা রচনা করা। কবিরা হাশেমী বংশের লোকদের খারাপ বলে গালি দিত। আর ওমাইয়ারা খুব ভালো, এরকম মনগড়া বিষয় নিয়ে কবিতা বলে খুব বাহবা পেত। ফারাযদাক, আখতাল ও জারীর-এ তিনজন হলেন তখনকার বড়বড় কবি। কবিতা লিখে তাঁরা বিরাট ধনী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কাজ হল যখন যিনি রাজা হন তাঁর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করা।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ যখন খলিফা হলেন তখন এসব কবি অনেক আশা-ভরসা নিয়ে খলিফার দরবার থেকে আহ্বান পাওয়ার জন্য রাজধানী দামেস্কে এসে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু খলিফা গরীব-দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য এত ব্যস্ত যে এদের দরবারে ডেকে নিজের প্রশংসা শোনারমত সময় তাঁর কোথায়?

www.bjilibrary.com

আগের সম্রাটরা এসব কবির কাছ হতে নিজেদের প্রশংসামূলক কবিতা শুনে জনগণের লাখ লাখ টাকা এদের দান করেছেন। আর এরা নিজেদের ঝুলি সোনা-রূপায় ভরে ভরে বাড়িতে ফিরেছেন। ওমাইয়া সম্রাটরা এদের বড় বড় জমিদারীও দিয়ে গিয়েছিলেন।

খলিফা ওমরের দরবার থেকে কোন আহ্বান না পেয়ে এসব কবি একজন বড় পণ্ডিত লোককে অনুরোধ করলেন, খলিফার সাথে কবিরা দেখা করতে চাচ্ছেন একথা জানাতে। কেননা খলিফা সবসময় বড় বড় জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের খুব সমাদর করে ডেকে নিচ্ছেন। সে ভদ্রলোক খলিফাকে কবিদের আবেদন শুনিয়ে দিলেন। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ডাকালেন কবিদের।

কবিরা দেখলেন এই খলিফা আগের সম্রাটদের মত নন। তিনি গরীব-দুঃখীর বন্ধু। তাই খলিফার প্রশংসা করলে লাভ হবে না। সেজন্য তাদের একজন হেজাজের এতিম ছেলেমেয়ে ও বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করে একটা কবিতা রচনা করে খলিফাকে শোনালেন। খলিফা কবিতা শুনছিলেন আর কাঁদছিলেন। কবিতা বলা শেষ হতেই খলিফা চীফ সেক্রেটারীকে হুকুম দিলেন যেন এখনই বড় গাড়ীতে করে শষ্য, কাপড় এবং টাকা হেজাজের সে জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এরপর খলিফা সেই কবির পরিচয় নিয়ে জানলেন তিনি বিরাট ধনশালী ব্যক্তি। ফলে খলিফা তাঁকে বায়তুল মাল থেকে কিছু দিলেন না। নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে তাকে বিশ দীনার বখশিশ দিলেন। এই কবির নাম ছিল জারীর। তিনি এমন মহান খলিফার সেই অল্প টাকার দানকেই ভক্তি ভরে গ্রহণ করলেন।

www.bjilibrary.com

এভাবে খলিফা যেসব কবি ভালো ভালো কবিতা রচনা করেন তাদেরকেই উৎসাহ দিতেন। আর যেসব কবি মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার জন্য কবিতা রচনা করতেন তাদের মোটেই পাত্তা দিতেন না। এমনকি তাদের তিনি কাছেই ডাকাতেন না। সব জাতির জন্য ভালো কবি-সাহিত্যকের প্রয়োজন আছে। খলিফা ওমর সেটা বুঝতেন। কবিরা যাতে ভালো কবিতা ও কাব্য রচনা করে সেজন্য খলিফা ভালো কবিদেরই উৎসাহ দিতেন।

www.bjilibrary.com

দিন রাতের রুটিন

খলিফা ওমর সারাদিন ধরে জনগণের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মানুষের কিসে ভালো হবে, কিসে তারা শান্তি ও সুখে থাকবে–এ চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন।

খেলাফতের কাজ করতে করতে অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে আসত। এরপর কাজ করতে করতে অনেক সময় রাত ভোর হয়ে আসত। সরকারী কাজ শেষ হলে তিনি ব্যক্তিগত প্রদীপ জ্বালাতেন। এরপর দু'রাকাত নামাজ পড়ে মোনাজাত করতে শুরু করতেন। এ সময় চোখের পানিতে তাঁর গাল ভিজে যেত। তারপর এত কাঁদতে থাকতেন যে মনে হত অন্তর ফেটে যেন তিনি মারা যাবেন। তিনি নিজের অক্ষমতা আল্লাহকে জানাতেন। তিনি যে সাম্রাজ্যের সকলের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারছেন না, এ জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতেন। সকাল হলেই রোজা রাখতেন।

অন্যান্য সব রাজা-বাদশাহ দিনের বেলা হয়তো রাজকার্য করেন। এরপর আমোদ-ফুর্তিতে বাকী সময় কাটিয়ে দেন। তারাতো আর মানুষের সেবা করার জন্য রাজা হন না। বরং নিজেদের আরামের জন্য মানুষকে কষ্ট দিতেও তাদের বিবেকে বাধে না। কিন্তু একজন মুসলমান খলিফা হলে কখনও এ রকম করতে পারেন না। কেননা প্রিয়নবী রাষ্ট্রপতি হয়ে দেখিয়েছেন কেমন করে মানুষকে ভালোবাসতে হয়। নিজে কষ্ট করেও মানুষকে আরামে রাখতে হয়। এজন্য ওমর সাধারণ মানুষের ভালো করার জন্য যেমন চিন্তাও করতেন সাথে সাথে চেষ্টাও করতেন।

===o===

www.bjilibrary.com

সন্ধ্যা এলো ঘনিয়ে

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসনে সাম্রাজ্যের সব লোক ভারী খুশী। সবাই পেট ভরে খায়। আল্লাহর ইবাদত করে। ছেলেমেয়েরা আনন্দে খেলাধূলা করে। গাছে ফুল ধরে। ফল ধরে। প্রজাপতি এক ডাল থেকে আর এক ডালে উড়ে বেড়ায়। কোথাও জুলুম নেই। নেই চুরি-ডাকাতি খারাপ কাজ। দুনিয়াতে যেন বেহেশতের সুখ নেমে এসেছে। অল্প কয়েকজন লোক কিন্তু এতে ক্ষেপে গেল। এরা হল ওমাইয়া বংশের লোক। আগে জোর-জুলুম করত। কিন্তু খলিফা ওমরের জন্যই তাদের অত্যাচার বন্ধ করতে হয়েছে। এরা চিন্তা করছিলো কি করে এই ভালো খলিফাকে হটানো যায়। এদিকে ওমরের আগের সম্রাট উইল করে গেছেন যে, ওমরের পর ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক খলিফা হবেন। ইয়াজিদের স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভালো ছিল না। সে ভাবতে লাগল, ভালো লোক ওমর যদি ইয়াজিদের বদলে অন্য কোন ভালো লোককে খলিফা বানিয়ে যান তা'হলে তো তার বিপদ হবে। এই ভেবে সে খলিফার এক চাকরকে টাকা দিয়ে হাত করল।

চাকরের আঙ্গুলে ছিল বড় বড় নোখ। নোখের নিচে সে বিষ লুকিয়ে রাখল। একবার খলিফা ওমর পানি চাইলেন। চাকরটি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে গোপনে পানিতে বিষ মিশিয়ে খলিফাকে পান করতে দিল। খলিফা পানি পান করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোকেরা ভাবল খলিফাকে বোধ হয় কেউ যাদু করেছে। এদিকে খলিফা কিন্তু বুঝে ফেলেছেন চাকর তাকে বিষ

www.bjilibrary.com

মেশান পানি দিয়েছে। তিনি সেই চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সে দোষ স্বীকার করল। খলিফা তার কাছে থকে ঘুষের এক হাজার টাকা ফেরত নিয়ে বায়তুল মালেজমা করে দিলেন। এরপর চাকরকে বললেন, এখান থেকে তুমি পালিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাও। না হলে লোকেরা জানতে পারলে তোমাকে শেষ করে দেবে।

হযরত ওমর কঠিন অসুখে ভুগতে লাগলেন। রোম সম্রাট খলিফার অসুখের খবর পেয়ে তাঁর নিজের ডাক্তারকে খলিফার কাছে পাঠালেন। সেই ডাক্তার খলিফাকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন ঃ ঠিকই, খলিফাকে বিষ পান করান হয়েছে।

খলিফা ওমর এত বিরাট দায়িত্ব পালন করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই দুনিয়াতে আর বেঁচে থাকতে চাচ্ছিলেন না। সেজন্য কোন চিকিৎসা করাতে রাজী হলেন না। খলিফা ওমরের এক ছেলে আবদুল মালেক, তাঁর প্রিয় ভাই সুহাইল ও প্রিয় খাদেম মুজাহিদ কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। এজন্য খলিফাও দুনিয়া ছাড়তে চাচ্ছিলেন।

রোগশয্যায় স্ত্রী ফাতেমা সেবা-যত্ন করছিলেন। সাথে তাঁর শালাও সেবা যত্ন করতেন। একদিন তাঁর শালা মুসলিমরা বললেন, 'আপনারতো অনেক ছেলেপিলে এদের জন্য বায়তুল মাল থেকে কিছু করে গেলে ভালো হত।'

হযরত ওমর একথা শুনে বললেন ঃ "তোমরা আমাকে বসিয়ে দাও। বসান হলে বললেন ঃ আমার ছেলেপিলেদের কোন হক আমি নষ্ট করিনি। তবে তাদের কোন অন্যায় সম্পদও দেইনি। আল্লাহপাক ওদের হেফাজাত করবেন।"

ছেলেপিলেদের ডেকে বললেন, যাও আল্লাহ তোমাদের দেখাশুনা করবেন। তোমরা শান্তিতে থাকবে। সত্যিই খলিফার

www.bjilibrary.com

কথা আল্লাহ কবুল করলেন। ওমাইয়াদের পর তাদের দুশমন আব্বাসীয়রা খলিফা হলেন। তাঁরা ওমাইয়া বংশের সকলকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের ছেলেদের সম্মানের সাথে বাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন। অথচ ওমরও ওমাইয়া বংশের লোক ছিলেন।

শেষ সময়ে খলিফা ওমর অসুস্থ অবস্থায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। এ সময় একদিন অজু করে নামাজ পড়লেন এরপর দোয়া করলেন ঃ আল্লাহ এখন আমাকে দুনিয়ার এ কষ্ট থেকে মুক্তি দাও। তাঁর দোয়া কবুল হল। বিশদিন রোগে ভোগার পর তিনি ১০১ হিজরীর এক শুক্রবার রাতে ইন্তেকাল করলেন। বয়স ৩৯ বা ৪০ বছর ১ মাস ছিল। তিনি দু'বছর ৫ মাস খলিফা ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে সারা জাহানে শোকের কালো ছায়া নেমে এল। এমনকি রোম সম্রাট পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে সিংহাসন ছেড়ে চাটাইতে বসে চোখের পানিতে বুক ভাসালেন।

সিরিয়ার হিমস্ প্রদেশেরই একটি জায়গা সিমাম। এই সিমামেই রয়েছে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের পবিত্র মাজার শরীফ। আজও সেখানে বহু লোক যায় তাঁর মাজার জেয়ারত করতে।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

নুর মোহাম্মদ মল্লিকের সাথে বেশ কিছুদিন যাবত আমার পরিচয়। পরিচয়ের সূত্রেই তার লেখালেখি নিয়ে আমি উৎসুক। সাহিত্য আসরে তার পঠিত গল্পগুলো আমাকে আনন্দ দিয়েছে। সৃজনশীল শিশুতোষ সাহিত্যের খুব অভাব। এ অভাব পুরণে লেখক কিছুটা হলেও সফল। তার লেখার রসবোধ ও জীবনদৃষ্টি প্রশংসাযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে তার প্রকাশিত 'সোনার মানুষের গল্প শোন' সিরিজের বইগুলো প্রকাশনার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। সিরিজের সবগুলো বই ছোট ছোট বাক্যে সহজ কথায় খুবই সুন্দর, যা পাঠকের মনে আনন্দ দেয়। বইগুলো কেবল শিশু-কিশোরদের আনন্দ দিবে এমন নয়, বড়রাও পড়ে আনন্দিত হবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

- আল মাহমুদ।

প্রচ্ছদ : কামরুল ইসলাম

তামান্না বুক কর্ণার
পাইনাদী নতুন মহল্লা
সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯১৫৭১৭১৪৭
E-mail: tamannabookcorner@gmail.com

www.bjilibrary.com